রসনেন দিনং। স্মরচিত্ত হরিং

# বামনভিক্ষা

## নাটক।

" সর্ব্ব ভূতাত্ম ভাবেন ভূতাবাসো হরির্ভবান্।
আরাধ্যোপি দুরারাধ্যো বিষ্ণোস্তৎ পরমংপদং "


শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়





প্রকাশক
শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা।

কলিকাতা
চিৎপুর রোড্ বটতলা ১১৫ নম্বর ভবন।
সন ১২৮২ সাল তারিখ ৩১ জ্যৈষ্ঠ।
ইংরাজী ১৮৭৫ সাল তারিখ ১৩ জুন।
মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

## গ্রন্থকারের নিবেদন।

এই " বামনভিক্ষা নাটকখানি ,, আমি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্দের আভাবানুসারে প্রস্তুত করিয়াছি, বামন-দেবের উপনয়ন এবং বলিরাজার নিকটে বামনদেবের ত্রিপাদ ভুমি গ্রহণ এবং বলিরাজার পাতালে গমন ইহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বম্ভর লাহা মহাশয় এ নাটক খানী আমাকে প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন, তদনুসারে এবং তাঁহার যত্নে ও ব্যয়ে ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এক্ষণে পাঠক মহাশয়েরা ভগবত গুণকীর্ত্তন বলিয়া পাঠ করিলে শ্রম সকল অনুভব করিব ; নিবেদন ইতি।

মুখোপাধ্যায়োপাধিক।

শ্রীভোলানাথ শর্ম্মা।

আপনার মুখ আপনি দেখ, কিছু কিছু বুঝি, প্রভাস-যজ্ঞ ১ম ২য় এবং ৩য় খণ্ড, প্রভাসমিলন, মৈথিলী মিলন নাটক, চিত্তরঞ্জন পাঁচালী, পদ্য শ্রীমদ্ভাগবত ১ম ও ২য় স্কন্দ, কৃষ্ণান্বেষণ, নলদময়ন্তী, ধ্রুবযোগাখ্যান, দুর্ব্বাসা পারণ, রামেররাজ্য প্রাপ্ত, কলঙ্কভঞ্জন, মানভিক্ষাদি না-টকও কএক খানিঅন্যান্য পুস্তক প্রণেতা!

## নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

### পুরুষ।

কশ্যপ , , মুনি বিশেষ, বামনের পিতা।

বামন , , ভগবানের অবতার বিশেষ, কশ্যপপুত্র

নারদ , , দেবঋষি।

হর , ' মহাদেব।

বলি , , দৈত্যরাজ।

শুক্রাচার্য্য , , দৈত্যগুরু।

### স্ত্রী

অদিতি , , বামনের মাতা। কশ্যপপত্নী।

পার্ব্বতী , , শিব শক্তি।

প্রভাবতী , ' অদিতির প্রতিবাসিনী।

অন্নপূর্ণা , , শিব শক্তি।

সেবারাম, শোভারাম, কশ্যপের পুরোহিত, বিরূপাক্ষ, লোহিতাক্ষ, তর্কবাগীশ, বিদ্যাবাগীশ ইত্যাদি।

# বামনভিক্ষা

নাটক।

( প্রথমাঙ্ক )

( কশ্যপালয় )

( কএকখানী কদলীবাকল হস্তে লইয়া
কশ্যপের প্রবেশ। )

কশ্য। ( কদলীবাকল রাখিয়া স্বগত ) অদিতি বুঝি জল আনয়ন কোত্তে গ্যাচে? বামনদেবের যে উপনয়ন হবে এ সংবাদ সে এখন পায় নাই। কেমন কোরেই পাবে? অত্যকার দিনটি ভালদেখে, আমার বিশেষ মন হোতে বাকল কখানি কেটে এনেচি; কোনমতে বামনদেবকে ব্রাহ্মণ করা নিয়ে বিষয়, আমার ধুমধামের প্রয়োজন কি আছে? লোকে ভাষা কথায় বলে "বিষয় থাকলে ব্যবস্থা", বিষয় যখন নাই, তখন আর কি ব্যবস্থা কোরবো? এখন কোনমতে গলায় সুতোগাছটা তুলে দিতে পাল্লে হয়। ( ক্ষণেক পরে ) প্রধানকার্য্য যে গুলী, তাহা ভাল কোরে কোত্তে হবে। "মন্ত্রপাঠ ও বহ্নিস্থাপন", এবিষয়ে ক্ষোভ রাখবোনা, আর ব্রহ্মচার্য্য যেমন কোরে শিখাতে হয়, তাহা বামনদেবকে ভালকোরে শেখাব। ( ক্ষণেকপরে ) অনর্থক বোসে আছি কেন, খোলাগুলী কেটে রাখলে তো একটা কাজ এগিয়ে থাক্‌বে? ( খোলা কাটিতে কাটিতে ) কুষ, কেশে সরমুঞ্জরী বেউড় বাঁশ প্রভৃতিও

আস্তে হবে ; তবে তার জন্য বড় দূরে যেতে হবে না ,
সে সকলই নিকটে পাব !

(বামনদেব অগ্রে ও কলশী কক্ষে লইয়া
অদিতির প্রবেশ)

অদি ! এ কি হোচ্চে ?

কশ্য। প্রিয়ে ! কল্য একটী অতি উত্তম দিন আছে ? গ্রহ
তিথি নক্ষত্র করণ ও যোগের এমত যোগ হওয়া অস-
ম্ভব ; মনে মনে কোরেছি, কল্যই বামনদেবের উপ-
নয়ন কার্য্য সমাধা কোরবো।

অদি। তা কেমন কোরে হোতে পারে ? আমার যে আর
কন্যা পুত্র হবে, এমত অনুভব করিনে ; বামন আমার
কনিষ্ঠ পুত্র ; আমি মনে মনে কোরে আছি, যে বাম-
নদেবের পইতেটি একটু ঘটা কোরে দিব ; পাঁচজন
লোকেও আমাকে বোলে রেখেচে, যে বামনদেবের
পইতেটী ভাল কোরে দিয়ে আমাদের নিমন্ত্রণ করিস।
(কক্ষহইতে কলসী ভূমে রাখিয়া) একাজ চুপ্ চুপ্
আমি কোনক্রমেই কোত্তে দিবনা।

গীত।

রাগিণী কান্যাংড়া। তাল একতালা।

তপোধন নিবেদন বলিহে চরণে।
বাসনা এমন আমি কোরে আছি মনে ॥
বামনের উপনয়ন, লয়ে জ্ঞাতি বন্ধুগণ,
করিব হে সমর্পণ, সন্তোষিব জনে।
গোপনেতে এবিষয়, যদি কর মহাশয়,
প্রাণত্যজিব নিশ্চয়, গিয়ে হে জীবনে ॥

কণ্ব। প্রিয়ে! তুমিকি পাগল হোয়েছ নাকি? ঘটা কোরবো মনে কল্লেই কি ঘটা কোত্তে পারা যায়? ঘটার ঘটা কোথা বল দেখি? আমি গরিব ব্রাহ্মণ আমার দশকড়ার সমস্থান নাই, দশজন লোককে নিমন্ত্রণ কোরে কি একটা ধাষ্টমো কোরবো? কোনমতে বামন দেবের পইতেটী দিয়ে বামন কোত্তে পাল্লে হয়।

অদি। লোকের বাড়ী দশদিন খেয়ে একদিন না খাওয়ালে তাতে কি ধাষ্টমো হয়না?

কণ্ব। ওরে! ভগবান যাকে দিয়েছেন, আর যার তপস্যা ভাল, সেই খাওয়ায়; খাওয়াব মনে কোল্লেই লোক লোককে খাওয়াতে পারেনা? একজন বিপুল বিভবের অধিপতি হোয়েও জকের মতন টাকা বুকে কোরে পোড়ে থাকে, সৎকর্ম্মে কি কোন কর্ম্মকার্য্যে একটী পয়সা খরচ কোত্তে পারেনা; আর একজন নিঃস্বব্যক্তিও ভিক্ষা শিক্ষা কোরে এনে অনায়াসেই দশ টাকা খরচ কোরে বসে।

অদি। এতো আপনি ভাল কথাই বোল্লেন? সৎকর্ম্মে ও আহার ব্যবহারে ভিক্ষাকোরেও ধর্ম্ম ও মানরক্ষা কোত্তে হয়?

গীত।

রাগিণী কাণ্ডাংড়া। তাল একতালা।

ভালকথা আপনিতো বলিলে মান।
লোকাচার ধর্ম্মাদিতে রাখিবেক মান॥
বামনের উপনয়নে, সবে আছে কোরে মনে,

আসিবে মম ভবনে, লভিবে সম্মান।
এ কার্য্য হে তপোধন, না জানিলে জনগণ,
বল হইবে কেমন, হব হতমান।।

কশ্য। বামনদেবের পইতের জন্য আমাকে ভিক্ষা কোত্তে বল নাকি?

অদি। দেখুন, আপনার সঙ্গে বাক কাটা কাটি কোত্তে আমি ইচ্ছা কচ্চিনে‚ আপনার বাক্য লঙ্ঘন কোল্লে আমার পাতিব্রত্যে দোষারোপিত হয়। তবে এই আমি একটা কথা বোলে রাখি, যদ্যপি বামনদেবের পইতেটি ঘটা কোরে দিতে পারেন, তবে দিন, তাতে আমার অমত নাই; নতুবা কন্য কোনক্রমেই আপনি বামনদেবের পইতে দিতে পারবেন না?

কশ্য। এর পর বাড়বে কি? কপাল ফুঁড়ে টাকা বেরুবে নাকি?

অদি। হ্যাঁগা! সমস্ত দেবগণের যিনি পিতা; তিনি কি মনেকোল্লে বামনদেবের পইতেটী একটু ঘটা কোরে দিতে পারেন না? আপনার মনের ভাব আমি বুঝতে পেরেছি, ছেলেটী বামনবোলে উহার প্রতি ঘেন্না জন্মেছে, লোকের একটী ছেলে কাণা খোঁড়া কি অ-ল্পায়ী হোলে পিতা মাতার তারই উপর স্নেহ অধিক হয়; আপনাকে তার বিপরীত দেখ্‌চি। (ক্ষণেক স্থির হইয়া) আপনাকে বামনদেবের পইতে দিতে হবেনা? আমি দেবরাজকে বোলে এবিষয়ে যা কোত্তে পারি, তা কোরবো।

কশ্য। দেবরাজতো তোমার সকলই কোর্বেন, তাহা হোলে আর কলসী কাঁকালে কোরে জল আন্তে না? আমার জান্তে আর কিছুই অবশীষ্ট নাই? আমার যাহা মনে আছে, আমি তাহাই কোরবো, তোমার কোন কথায় প্রয়োজন করেনা।

অদি। দেখুন, জ্যেষ্ঠপুত্রাদির প্রতি যাহা কোত্তে হয় করুন কনিষ্ঠপুত্রে আপনার অধিকার নাই।

বাম। পিতঃ! আপনি কল্যই আমার উপনয়ন কার্য্য সমাধা করুন,অপর অপর মুনিবালকেরা আমাকে দেখলে বলে, যে বামনের বয়েস হোয়েছে, ও বেঁটে বোলে অমন দেখায়; মহামুনি কশ্যপ এখন কেন উহার উপনয়ন কার্য্য সমাধা কোচ্চেননা। আমার তাতে ভারি লজ্জা বোধ হয়; আর ব্রাহ্মণের ছেলের যাবৎ উপনয়ন না হয়, তাবৎ দেহ অপবিত্র থাকে, আমার উপনয়নের সময় হোয়েছে, আপনি আর কালবিলম্ব কোর্বেন না।

কশ্য। (অদিতির প্রতি) শুন্‌লে, কাণ কি আছে? না বিবেচনা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্যাচে?

অদি। আপনি যাহা ভাল বোঝেন করুন, আমি আপনার কোন কথাতেই নাই। আমি বামনদেবের উপনয়নের সময়ে লোকালয়ে বেরুবো না।

কশ্য। কারেওতো বোলবো না, কেবল পুরোহিত নিয়ে এ কার্য্য কোরবো, বেরোও আর না বেরোও তাতে ক্ষতি নাই।

অদি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বামনের প্রতি) বামন! এস বাবা? আমরা সেই মৃগশাবকটীকে কিছু খাওয়াই গিয়ে।

(বামন ও অদিতির প্রস্থান)

কশ্য। (উচ্চস্বরে) দেখ, আমি আগে থাক্তে বোলে রাখ্‌চি, যদি কাল এ বিষয়ে কোন ব্যাঘাত দাও, তাহা হোলে ভাল হবে না। (স্বগতঃ) স্ত্রীলোকের কি স্বভাব, একটা শুভকার্য্য উপস্থিত হোলে অমনি ব্যাঘাত দিয়ে বসে। আমার কি বামনদেবের উপনয়নে দশটাকা ব্যয় কোত্তে ইচ্ছা করেনা? হাতে নাই বোলেই পাল্লেম না। (ক্ষণেকপরে) একরকম উদ্যোগতো কোরেছি, এ কদলী-বাকল কখানা আন্তে কি আমার অল্প পরিশ্রম হোয়েছে? এত পরিশ্রম কোরে এখন কি আর এ কার্য্য স্থগিত কোরে রাখ্‌তে পারা যায়? কল্য আমাকে এ শুভকার্য্য সমাধা কোত্তেই হবে? আর কএক খান বাকল কেটে রাখি। (খোলাকাটন)

নেপথ্যে

গীত।

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল আড়াঠেকা।

ওরে মন কর কি এখন দিন করিছে গমন।
যতরে হরিছে কাল, নিকটে আসিছে কাল,
তোর কি হোলোনা কাল, ডাকিতে কাল রতন।
মিছে কাজ পরিহরি, বল মন হরি হরি,
হরিপদাশ্রয় করি, হররে কাল এখন॥

কেহ নাহি হরি বিনে, হরি দিন দ্যান দীনে,
হরি বল নিশি দিনে; হবে সঙ্কট মোচন ।।

কঞ্চু। মজালে দেখচি, দেবঋষিটে আবার কেনএলো? ঠাকুর করেন এ দিকে না এসে, অমনি২ ও দিক দিয়েই চোলে যায়। এদিকে এসে এ খোলাকাটা দেখলে আর রক্ষা থাক্‌বেনা। লোকের যেমন ক্ষমতা, সে তেমনি কার্য্যকরে। নারদের এমনি স্বভাব, যে পাঁচজন লোককে আহার করাতে পারেনা, উনি তার বাড়ীর কাজে ত্রিভুবনকে নিমন্ত্রণ কোরে বসেন।

নার। (নেপথ্য হইতে গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ মুখ)

গীত।

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল আড়াঠেকা।

নারায়ণ পতিত-পাবন হরি জগত তারণ।
কৃষ্ণ কংসারি কেশব, মুকুন্দ দেব মাধব,
ভবারাধ্য ভবধব, নিত্য সত্য সনাতন।
দামোদর বংশিধারি, কৈটভ নিধন কারি,
গিরিগোবর্দ্ধন ধারী, গোপাল গোপ রঞ্জন ।।
শ্রীধর শ্যামসুন্দর, পরমেশ পরাৎপর,
দেবারাধ্য পরাক্ষর, বিভো পরমকারণ ।।

কঞ্চু। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) আরে মোলো এই দিকেই যে আস্‌চে? এ খোলাগুলো লুক্কায়িত কোত্তে হোলো। (কদলীবাকলের ডোঙ্গাগুলা পশ্চাতভাগে রাখন)

(নারদের প্রবেশ)

কঞ্চু। দেবঋষি যে সমস্ত মঙ্গল তো? ব্রহ্মাণী সহ ভগবান

ব্রহ্মা, সর্ব্বাণী সহ ভুতভাবন শূলপাণী, ও ইন্দ্রাদি সহ আমার পুত্রগণ সকলে তো কুশলে আছেন?

নার। সমস্ত মঙ্গল।

কশ্য। দেবরাজ-কার্য্য এক্ষণে কিরূপে সমাধা হোচ্ছে।

নার! দানবেন্দ্র বলি ত্রিলোক অধিকার কোরেছে, দেবরাজকার্য্য এক্ষণে তদ্দ্বারাই সুসম্পন্ন হোচ্চে; দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ কোরে লুক্কায়িত হোয়ে আছেন।

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল কাওয়ালী।

কব সে কথা কি আর।
ওহে তপোধন, অতি দুর্ঘটন, ঘটেছে এখন
দেব সবাকার।
দৈত্যেশ্বর বলি, হোয়ে মহাবলী,
বাড়িয়াছে তেজঃ দেবদলে দলি, কিতাপ তাহার।
পুরন্দর হায়, না জানি কোথায়, অতি ঘোর দায়,
দেব সবাকার॥

কশ্য। আপনার এ গমন কোথা হোয়েছে?

নার। প্রথমতঃ ব্রহ্মলোকে গমন কোরেছিলেম, সেখানে তাঁর শ্রীচরণ বন্দন কোরে কৈলাসে গিয়ে দেখি, ভগবান পার্ব্বতীনাথ হরিগুণ গানে মোহিত হোয়ে রোয়েছেন, ভগবতী তাঁহার বামভাগে বিরাজমানা হোয়ে একাগ্র অন্তঃকরণে তাহা শ্রবণ কোচ্চেন। নন্দী ভৃঙ্গি আদি শিবানুচরেরা নিকটে আজ্ঞাবহ হোয়ে রোয়েছে। শিবলোকে আজ অপর্য্যাপ্ত নেত্রসুখ ও শ্রবণ সুখ অনুভব কোরেছি। সেখানে তাঁদের শ্রীচরণ

আরাধনা করে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করবার জন্য বিশেষ বাসনা হোয়েছিল, এক্ষণে কৈলাসধাম হোতে আপনার নিকটেই আগমন কোরেছি।

কণ্ব। কৃতার্থ হলেম, আপনার দর্শনলাভ সামান্য তপস্যার ফল নহে।

নার। ওসকল কথা এখন থাক্, বামনদেব তো ভাল আছেন? তাঁকে যে দেক্তে পাচ্চিনে?

কণ্ব। এই ছিল, তাহার প্রসুতীর সংগে কোথায় গিয়ে থাক্বে?

নার। অনুভব কচ্চি, বামনদেবের উপনয়নের সময় উপস্থিত হোয়েছে, আর বিলম্ব কোচ্চেন কেন?

কণ্ব। মনে কোরেছি, একটী শুভদিন দেখে সে কার্য্যটী নির্ব্বাহ কোরবো।

নার। আর বিলম্ব করা উচিত হয় না, শুভকার্য্য সময়ে সুসম্পন্ন কোল্লেই ফলাধিক্য হয়?

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল কাওয়ালী।

শুন ওহে তপোধন।
হোয়েছে সময়, আর কাল ক্ষয়, উচিত না হয়,
করাহে এখন।
দেখে শুভক্ষণ, কার্য্য সমর্পণ,
সত্বরে এখন, কর তপোধন, শাস্ত্রহে এমন।
সময়ে নিশ্চয়, ফলাধিক্য হয়, উচিত সময়,
বামনের এখন॥

কশ্য। আমার অবস্থা তো সকলই জানেন।

নার। উপনয়ন, কন্যার পরিণয়, পিত্রাদির শ্রাদ্ধ ; এ সকল কার্য্যে অবস্থার জন্ম অপেক্ষা কোত্তে পারা যায় না। আপনি বামনদেবের উপনয়নে আর কাল-বিলম্ব কোর্বেন না ? আপনি একবার মনস্থ কোল্লে, আমরা আপনার সকল কার্য্যই সমাধা কোরে দিব।

কশ্য। (স্বগত) তোমাকে জানালে আর রক্ষা থাক্‌বে না, তাহাহোলে তুমি সর্ব্বনাশ কোরে বোসবে। (ক্ষণেকপরে) ঠাকুর করেন অদিতি না আসতে আসতে দেবঋষি প্রস্থান করেন, তাহা হলেই রক্ষা ; অদিতি এসে পোড়লে এ বিষয় আর গোপন থাক-বেনা।

নার। নিরব হোয়ে রইলেন যে ?

কশ্য। ভাল একটী দিন দেখে একাজ সমাধা কোত্তে হবে।

নার। আমি যেন সংবাদ পাই।

কশ্য। আপনাকে সংবাদ দিতেই হবে !

নার। (স্বগত) তুমি যত সংবাদ দিতে তা আমি জান্তে পেরেছি, তবে বামনদেবের উপনয়নটী জোম্‌কে দিতে হবে। (প্রকাশ্যে) তবে আমি এখন। (স্বগত) অমনি যাওয়া হবেনা, বামনদেবের যে উপনয়ন হবে তা যে আমি জান্তে পেরেছি, এটী কশ্যপকে জানিয়ে যেতে হবে। (প্রকাশ্যে) তবে একবার গাতুলন, অ-নেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই,একবার কোলাকুলী কোরে যাই।

কশ্য। মুখে বলাতেই কোলাকুলী হোয়েছে, আপনি যে আমাকে ভাল বাসেন তা আমি জানি; কোলাকুলী কোরে আপনাকে তাহা আর জানাতে হবেনা।

নার। আপনি একবার উঠুন, আপনার সঙ্গে কোলাকুলি কোত্তে আমার বিশেষ মানস হোয়েছে।

কস্য। কোমরটাতে অত্যন্ত বেদনা হোয়েছে, দাঁড়াতে পাচ্চিনে।

নার। আমি ধোরে তুলচী। (দুই হস্তে দুটী হস্ত ধরিয়া উত্তোলন।

কশ্য। (উঠিতে২) সর্ব্বনাশ কোল্লে দেখচি।

নার। খোলাদি দেখিয়া) আপনার এই কাজ! বামনদেবের উপনয়নের সমস্ত উদ্যোগ কোরে আমার কাছে গোপন কচ্ছিলেন?

কশ্য। (অপ্রতিব হইয়া) দেবঋষি কি জান? আমর! (ঢোক গিলিয়া) বলি কি তোমাকে এ বিষয়ে আমি সংবাদ দিতেম। তবে একাজটী গোপনে গোপনে সারতে হবে।

নার। তা আর কি আমাকে বোলতে হবে? যখন যেমন তখন তেমন, দশ টাকা ঋনি হোয়ে যে একটা কার্য্যে ব্যয় করা, আমিও সেটা ভাল বিবেচনা করিনা

গীত

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া ঠেকা।

অধিক বোলে জানাতে হবেনা হে তপোধন।
জানিত সকল আমি কি আছে মম গোপন॥
সাধ্যহে যেমন, ব্যয়াদি তেমন, করিবেক জনগণ,

ঋণে কিবা প্রয়োজন।
ঋণী হোলে পরে, লোকে ঘৃণাকরে, সে ঋণের তরে,
ঘটে নানা অলক্ষণ ॥

কশ্য। ব্রাহ্মণীর সেইটেই মনোগত ভাব ছিল, তা আমি তাকে মুখ পাততে দেই নাই "সার নারীঞ্চ তাড়য়েৎ,, স্ত্রীকে সাশনে রাখাই বিধি।

নার। অমনি দু ঘর পাঁচ ঘর বোলে শুভকর্ম্মটী সমাধা করুন।

কশ্য। তাও আমি বোলতে পাচ্চিনে, জানতে যা আপনিই জানলেন; আর জনপ্রাণী টের পাবেনা। তবে কপালে থাকে, বামনদেবের বিবাহের সময় খুব ঘটা কোরবো। ( নারদের দুটী হস্ত ধরিয়া ) দেবঋষি! যা কোত্তে কর্ম্মাতে হবে সকলেই কোর্বেন; এ বিষয় আমি আপনার উপর ভার দিলেম। আর একটা কথা বোলে রাখি, কোনমতে এ সংবাদটী কেও না জান্‌তে পারে।

নার। আমি কি পাগল? আপনি কায় ক্লেশে এ কার্য্য কোর্চ্চেন, এতে কি দশজন লোককে বোলতে পারা যায়? ( স্বগত ) ভগবানের উপনয়ন হোচ্চে, এ বিষয় কি গোপনে গোপনে সাত্তে আছে? ত্রিলোক-বাসী-দের নিমন্ত্রণ কোরে তবে আজ আমার অন্য কাজ। আর বিলম্ব করা উচিত হোর্চ্চে না। ( প্রকাশ্যে ) তবে অদ্য আমি আসি।

কশ্য। আসুন, তবে কল্য খুব প্রত্যুষে আগমন কোত্তে হোর্চ্চে।

নার। তা আর বোলতে হবেনা, আমার উপর সকল বিষ-
য়েরই ভার রইলো।

কশ্য। যা বোলেচি, তাতে যেন অন্যরূপ না হয়।

নার। নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার কোন বিষয়ে চিন্তা নাই।

গীত

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়াঠেকা।

ভেবনা এ নারদেরে আপনি কভু তেমন।
করিনে কখন কারো মন্দ আমি দরশন॥
নিশ্চন্ত হইয়ে, থাকুন বসিয়ে, শুভকার্য্য সমর্পিয়ে,
জানিবে আমি কেমন।
অধিক কি কব, চিন্তা নাহি তব, যেমন সম্ভব,
কর ব্যয়াদি এখন॥

কশ্য। (স্বগত) নারদকে দেখেই আমার ভয় হোয়েছে, কি যে হবে, ভেবে কিছু স্থির কোত্তে পাচ্ছিনে; হাতে ধোরে অনেক বিনয় কোরে বোলেছি, তাতে যদি কাহাকে নিমন্ত্রণ না করেন তবেই রক্ষা; নতুবা ঠায় অপ্রতিভ হোতে হবে? এখন আর অনর্থক বোসে২ ভাবলে তো কাজ হবে না, যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন হবে, তাহা সংগ্রহ কোরে আনি।

(কশ্যপের প্রস্থান)

প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত।

গর্ভাঙ্ক।

( সরোবরের তট )

( অদিতি আসিনা )

অদি। ( স্বগত ) মনে কোরেছিলেম বামনদেবের পইতেটী একটু ঘটা কোরে দিব, তা আর হোলোনা দেখচি; মহর্ষিকে দুটো কথা যে গুচিয়ে বলা, সে ভস্মে ঘৃত ঢালা; আপনি যা বুঝবেন, তাই কোরবেন? ( ক্ষণেক পরে ) নারী-জন্ম ধারণ কোরে মনের সাধে একটা সাধ আহ্লাদ কোত্তে পেলেম না। ( দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) লোকালয়ে মুখ দেখান ভার হবে, যখন লোকে বোলবে, যে " বামনদেবের পইতেতে আমাদের বল্লিনে ,, তখন কি বোলেই তাদের কথার উত্তর দিব? এমন সুখের কাজে আমার মনোমধ্যে দুঃখের পরিসীমা নাই।

গীত

রাগিণী মোল্লার। তাল জলদ তেতালা।

কি মম বেদন মনে।
মিছে জীবন ধরি ভুবনে॥
একি মম বিষাদ, হোলোনা সাধ আহ্লাদ,
এত কি দুঃখিনী বিধি চরণে॥
নাহি ফল এ নারি-জননে॥
মনেছিল এমন, লয়ে এ উপনয়ন,
তুষিব আত্মীয় আদি স্বজনে।
মনো আশা রহিল মনে মনে॥

(প্রভাবতীর প্রবেশ)

প্রভা। হ্যাঁ গা! কাল কি তোমার বামন দেবের পইতে হবে?

অদি। বাছা! আমি তা বোলতে পারিনে।

প্রভা। হ্যাঁগা! এত ঘটার পইতে; তুমি তা বোলতে পার না; এ তোমার কেমন তরো কথা হোলো?

অদি। কি ঘটা বাছা? মহর্ষি কেবল কখানি কলার ডোঙ্গা কেটে এনেচেন, এই জানি? (রোদন করিতে করিতে) প্রভাবতি! বামনদেবের পইতের উদ্যোগ দেখে এ শুভকর্ম্মে আমি চোকের জল রাখতে পাচ্চিনে।

প্রভা। সে কি গো? তবে মহর্ষি বুঝি আপনাকে কোন বিষয় বলেন নাই; বামনদেবের পইতেতে ভারি ধুম ধাম হবে।

অদি। কে বোললে বল দেখি তা হোলে বুঝতে পারি?

প্রভা। বলাবলি কি গো? দেবঋষি নারদ যে নিমন্ত্রণ কোত্তে বেরিয়েচেন; আমাদের আশ্রমে মেয়ে পুরুষ দাস দাসী আদি সমুদায় নিমন্ত্রণ দিয়ে গ্যাচেন; আর আমরা শুনেচি যে তোমার বামন দেবের পইতেতে ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করা হবে। অতুর অন্ধ দীন দুঃখী প্রভৃতি অবশিষ্ট থাকবে না। দেবঋষি বামনদেবের উপনয়ন সূত্রে একটী চমৎকার গীত প্রস্তুত কোরে ছেন, সেই গীতটি শ্রবণ কোল্লে এক রকম নিমন্ত্রণ বোধ হয়; তিনি এখন বীণা যন্ত্রের সহ সেই গীতটী গাইতে গাইতে নিমন্ত্রণ কোরে বেড়াচ্চেন।

গীত

রাগিণী মোল্লার। তাল জলদ তেতালা।

কি কব ওগো তোমারে।
নাহি জানিতে বাকি সংসারে॥
লইয়ে বীণা করে, দেবঋষি ঘরে ঘরে,
নিমন্ত্রণ করিছেন সবারে।
সমারোহ হবে তব আগারে।
সুর নর কিন্নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
দীন দুঃখী আছে যত সংসারে।
সবে সুখী এ মহা ব্যাপারে॥

অদি। প্রভাবতি! এ সংবাদটী সত্য-না কৌতুক কোর্চ্চ।

প্রভা। হ্যাঁগা! আপনার সঙ্গে আমরা কি কখন কৌতুক কোরেছি? আমরা আপনার পেটের মেয়ের মতন; আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সুখে কাল কাটাতে পারি।

অদি। (স্বগত) তাওতো বটে? প্রভাবতী আমার সঙ্গে কৌতুক কোরবে কেন? অনুভব করি, মহর্ষি কৌতুক করবার জন্য আমাকে এখন শোনান নি; এবার আশ্রমে গেলে সব জান্তে পারবো; যদিচ তিনি এখন গোপন কোরে রেখেছেন কিন্তু এই যে ত্রিলোক নিমন্ত্রণ করা, তার আয়োজন দেখলে সমুদয় জান্তে পারবো (প্রকাশ্যে) প্রভাবতি! তোমার মুখে এ সংবাদ পেয়ে বিশেষ আনন্দিতা হোয়েছি, জন্মএয়োস্ত্রী হোয়ে সুখে থাক মা? পুত্রের মুখ দেখ, অধিক আর কি বোলবো, সর্ব্বদা আনন্দে থাক।

প্রভা। আপনি সতী লক্ষ্মী ; আপনার আশীর্ব্বাদ অবশ্যই ফোলবে। ( ক্ষণেকপরে ) দেখুন গা? আপনার বামনদেবের পইতেতে যে ঘটা হোর্চ্চে, তাতে আমার পিতা বিশেষ আনন্দিত হোয়েছেন।

অদি। হ্যাঁ গা। তোমার পিতা কি আমাদের পর? এ বিষয়ে তিনি আনন্দিত না হোলে আর কে আনন্দিত হবে।

প্রভা। আপনি তবে আর নিশ্চিন্ত হোয়ে থাকবেন না? আমি আসি এখন।

( প্রভাবতীর প্রস্থান )

অদি। বামন যে মৃগশাবকটীকে রেখে গাভীবৎসটীকে লয়ে, কোনদিকে গেল, এখন ফিরে আশ্চে না কেন? একবার দেখ্‌বো না কি?

( বামনদেবের প্রবেশ )

বাম। জননি! বৎসটী যে কি ক্ষুধিত হোয়েছিল তা আর বোলে জানাতে পারিনে, অভিনব তৃণাহার কোরে তার পেটটী পরিপূর্ণ হোয়েছে, কিন্তু এখন আন্‌তে পাল্লেম না; গো ব্রাহ্মণ আহার করাতে আমার অত্যন্ত আহ্লাদ হয়। বৎসটী যখন মুখ নেড়ে নেড়ে খেতে লাগলো, আমার আনন্দের পরিসীমা ছিল না।

অদি। ( স্বগত ) মনে করি মনে কোরবো না; মেয়ে ব্যভারে আছে, এ রকম মনে কোল্লে ছেলের অমঙ্গল হয়; কিন্তু বামনের কথা বার্ত্তা ও কার্য্যাদি দেখে আমার এমন অনুভব হয়, যে আমাকে চরিতার্থ কর-

যার জন্য ভগবান হরি বামনরূপে অবতীর্ণ হোয়েছেন।

বাম। জননি! আপনি কি চিন্তা কোচ্চেন?

অদি। বাবা! আমি অন্য কিছু চিন্তা কচ্চিনে, তোমাকে গর্ভেধারণ কোরে চরিতার্থ লাভ কোরেছি; গো ব্রাহ্মণের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ভক্তি দেখে আমার আহ্লাদের পরিসীমা নাই।

বাম। জননি! এখানে আর আমাদের কি প্রয়োজন আছে? চলুন আমরা আশ্রমে গমন করি।

অদি। চল বাবা।

( অদিতি ও বামনের প্রস্থান )

গর্ভাঙ্ক সহ প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

## দ্বিতীয়াঙ্ক।

### কশ্যপালয়।

( কশ্যপ আসীন )

কশ্য। ( কুশদ্বারা মটুকাদি প্রস্তুত করিতে করিতে স্বগত ) আর কি? উপনয়নের সকল দ্রব্যাদিই প্রস্তুত করা হোয়েছে! দেবদেবী ও পিতৃগণের উদ্দেশে জলপিণ্ড প্রদান করাই প্রধান কার্য্য; তৎপর ব্রাহ্মণ ভোজন; যার যেমত সাধ্য, সে সেই রূপ ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে। দেবঋষিটীকে আসতে বোলেছি, তাঁকে আহার করালেই ব্রাহ্মণ ভোজন হবে। ( ক্ষণেকপরে) ভাগ্যবান ব্যক্তিরা অধিক ব্রাহ্মণ ভোজন করান সত্য; কিন্তু তাতে গোলেমালে অর্দ্ধেকের অর্দ্ধাশন হয় কি না

সন্দেহ; তা[illegible] একটী কি দুটী ব্রাহ্মণকে পরি-
তোষ করে [illegible] করালে মনোপ্রতি জন্মায়।

( অদি[illegible] [illegible]মনদেবের প্রবেশ )

অদি। (স্বগত) [illegible] বোল্লে বামনদেবের উপনয়ন
সূত্রে ত্রিলোক[illegible] [illegible]নিমন্ত্রণ করা হোচ্চে, কই,
তারতো কিছুই [illegible] দেক্তে পার্চ্চিনে? আজকের
দিনতো গ্যাচে [illegible] হোলো, কাল সদ্যাহ কি যে
কোরবেন, তা[illegible] কিছু বুঝতে পার্চ্চিনে? এই ঝকড়া
কোরে গেচি, [illegible] কথা কোয়ে,কোন কথাও জিজ্ঞাসা
কোত্তে পার্চ্চিনে?

কশ্য। দেখ এ মঙ্গল কার্য্যে মুখটীকে তোলোহাড়ীর
মতন কোরে থেকোনা? অমনতরো মুখ দেখলে আমার
অঙ্গাঙ্গ জ্বালা কোরে উঠে আমার যেমন যুটবে, তেমি
খাও পর, হাসিমুখে কথা কও; এইতো সংসারের সুখ
[illegible] কে ভাল কাপড়খানি পোরলে, কে উত্তম
[illegible]খানা গড়ালে, তাহা দেখে এসে "আমার
হোলোনা„ বোলে যে মুখভারি কোরে থাকা, সে
আমাকে ভাল লাগেনা? আমার যেমত সাধ্য আমি
সেই রূপে বামনদেবের পইতে দিচ্চি, তাতেই আ-
মোদ আহ্লাদ কর?

অদি। কোথা কোথা নিমন্ত্রণ কোল্লেন আমাকে বলুন না?

কশ্য। দেবঋষি নারদকে বলা হোয়েছে, কশ্যপ মুনিকে
বলা গ্যাচে, বামনের প্রসূতি আর বামনদেবকে
বোলবো।

অদি। আপনি আমার সঙ্গে কৌতুক কোচ্চেন কেন? আমি যে সব শুনেচি, আপনি পুরুষ; কাজের তো কিছু বোঝেন না; কল্য সন্ধ্য সন্ধ্য কি কোরে সব কোরবেন বলুন দেখি?

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালী।

বলি, কেন কৌতুক কর তপোধন, আর এখন।
সকল শুনেছি আমি হোয়েছে যে নিমন্ত্রণ॥
ছাড়হ এখন ছল, আমাকে বিশেষ বল,
উদ্যোগ কর সকল, দ্রব্যাদি এখন।
সন্ধ্য সন্ধ্য কি রূপে করিবে আয়োজন।
তুমিহে পুরুষ কাজ করনি কখন॥

কশ্য। তুমি কি শুনেচ?

অদি। আমি সব শুনেচি।

কশ্য। (উচ্চৈঃস্বরে) কি সব সেটা খুলে বল?

অদি। শুনলেম, আপনি বামনদেবের পইতে খুব ঘটা কোরে দিচ্চেন, দেবঋষি নারদ ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ কোরে বেড়াচ্চেন।

কশ্য। আরে মর! কে বোল্লে বল্‌দেখি?

অদি। আমি শুনেচি বোলে আপনি অমন রাগকোরে উটচেন কেন? আমিত শ্রীচরণে কোন অপরাধ করি নাই, তবে কেন আমাকে গোপন কোর্চ্চেন?

কশ্য। ওসকল কথা এখন থাক, কে বোলেচে সেই কথাটা আগে বল দেখি?

অদি। প্রভাবতীর মুখে শুনে এলেম্ ; দেবঋষি প্রথমেই এ আশ্রম নিমন্ত্রণ কোরে তৎপরে অন্য অন্য দিকে গমন কোরেছেন।

কণ্ব। ( ক্ষণেককাল নিরব হইয়া থাকন )

অদি। নিমন্ত্রণের জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই, দেব-ঋষিকে যখন একার্য্যের ভারার্পণ কোরেছেন, তখন তিনি সর্ব্বত্রেই বোলবেন, কেও বাকি থাক্‌বেনা।

কণ্ব! দেবঋষি না ঢেঁকি ঋষি? আমি এতকোরে হাতে ধোরে বোল্লেম, তথাচ সে এমন কাজ কোল্লে? আমাকে মজাতে বোসলো? পাঁচজন লোককে খাওয়াতে আমার ক্ষমতা নাই, ত্রিলোক-বাসীদের আমি কেমন কোরে আহার করাবো? ইহাহতে আমার মাথায় যে বজ্রাঘাত হোলে ভাল ছিল?

বাম। পিতঃ। আপনি স্থির হোন, এমন হোতে পারেনা ; আপনার অবস্থা জেনে কি দেবঋষি এমত কার্য্য কোত্তে পারবেন?

কণ্ব। সে সব পারে, ঋষির মধ্যে তেমন ঠ্যাটা আর দুটী নাই ; লোকের মন্দ কোত্তে যেমন, বিবাদ বাদাতে তেমন।

অদি।' যা হবার তাতো হোয়েছে, এখন যা কোল্লে ভাল হয়, তাই করুন।

কণ্ব। তোমার মনের মতন হোয়েছে ; কি কোল্লে যে ভাল হবে, আমি তাতো ভেবে স্থির কোত্তে পাচ্চিনে? বহুকাল এখানে বাস কোরে আছি, নারুদের

দৌরাত্ম্যে অদ্যই দেখচি এস্থান পরিত্যাগ কোরে পলাতে হোলো?

অদি। সে তো কাজের কথা নয়, এখন ঋণী হোয়েও মান বাঁচাতে হবে।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালী।

বল, ক্রোধ করিলে হবে কি এখন, তপোধন।
যাহে মান রক্ষা হবে কর তার আয়োজন॥
যা হবার হইয়াছে, তাহে কি উপায় আছে,
রাখ মান দশের কাছে, এখন আপন।
দেখ চেয়ে মানের চেয়ে কি আছে এমন।
ঋণী হলেও হোতে হবে, মান বড় ধন॥

কশ্য।। ঋণ করি কোথা থেকে, তোমার গায়ে দশখানা সোণারূপোর অলঙ্কার থাক্তো তাহা হোলেও হাত পা-তলেই টাকা পেতেম।

অদি। আমিতো মাঝে২ বলি, যে এদিক ওদিক কোরে আমাকে দু এক ভরি দিয়ে রাখ, সময়ে অসময়ে কাজে লাগবে; তাতে তুমি ধনুকভাঙ্গা পণ কোরেছ, রাংরূপ্তি টুকু দিতে চাওনা; তোমাকে আর কি বোলবো, এখন যদি বোঝো, তা হোলেও আমার সমস্থান হয়।

কশ্য। মিছে বোক্‌চিস্ কেন? আমার ভাবনায় মাথা-ঘুরে যাচ্ছে, ও আপনার সমস্থানের কথা এনে ফেল্লে!

বাম। পিতঃ! দৈবানুষ্ঠানের দ্বারা সকল কার্য্যই সুসম্পন্ন হোতে পারে, আপনি এ সামান্য বিষয়ের জন্য চিন্তা কোর্চ্চেন কেন? প্রতিদিন ত্রিলোকবাসীদের যে

অন্নপূর্ণা অন্ন প্রদান কোর্চ্চেন, তার আরাধনা করুন; যদ্যপি দেবঋষি ত্রিলোকবাসীদের নিমন্ত্রণ কোরে থাকেন, তাহা হোলে তিনি এসে আপনার লর্জ্জা রক্ষা রক্ষা কোর্বেন।

কশ্য। সেই এক যা ভরসা আছে, এখন তিনি কৃপা কোল্লে হয়?

বাম। পিতঃ! আপনি তাঁর আরাধনা করুন, তাহা হোলে অবশ্যই তিনি কৃপা কর্বেন।

কশ্য। বৎস! তোমারও উচিত হয়, তার পাদপদ্ম চিন্ত করা। চল আমরা সকলেই গিয়ে তাঁর আরাধনা করি।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস পর্ব্বত।

হরপার্ব্বতি একাসনে উপবিষ্ট।

নন্দী ও ভৃঙ্গি দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

পার্ব্ব। ভগবন! আপনি যে সময়ে হিমালয় পর্ব্বতের উপরে তপস্যা কোত্তে ছিলেন; সে সময় কৌতুক ছলে আমি আপনার নেত্র দ্বয় আচ্ছাদন কোত্তে আপনি ললাটে তৃতীয় নেত্র উদ্ভব কোল্লেন কেন? আর সেই নেত্রদ্বারা আমার পিতা হিমালয়কে বৃক্ষলতাদি সহ দগ্ধ করবারই হেতু কি? এবং পুনর্ব্বার সেই হিমালয়কে পূর্ব্ববৎ সজীব কোল্লেন কেন? যদ্যপি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে তাহা আমাকে বলুন।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালী।

ত্রিলোচন কর মম সংশয় ছেদন।
হিমালয়োপর, যবে তপঃকর,
করদ্বয়ে করি তব নেত্রদ্বয় আচ্ছাদন॥
কি কারণ প্রাণধন, তাহাতে অমনি সেইক্ষণ,
ত্রিলোচন এনয়ন-
তুমি সৃজিয়ে নাশিয়ে পিতায় পুনঃ দিলে প্রাণধন।

হর। দেবি! তুমি অজ্ঞান পরবশে করদ্বারা আমার নেত্র দ্বয় অবরোধ করাতে, যাবদীয় লোক আলোক হীন ও বিনষ্ট প্রায় হোয়েছিল; ঐ সময়ে সৃষ্টি রক্ষা করবার জন্য আমি এই তৃতীয় নেত্রের সৃষ্টি কোরেছি; আ-মার এই সমুজ্জ্বল নেত্রের তীক্ষ্ণ তেজঃদ্বারা তোমার পিতা হিমালয় ভস্মীভুত হোয়েছিল, আমি তোমার প্রীতি সম্পাদনের জন্য পুনর্ব্বার শৈলরাজকে প্রকৃতিস্থ কোরেছি।

পার্ব্ব। হে নাথ! পূর্ব্বাবধি আমার আর কএকটী সংশয় আছে, যদ্যপি তাহা ছেদন করেন, তাহা হলে চরিতার্থ লাভ করি।

হর। কিবল?

পার্ব্ব। ভগবন! আপনার পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর ভাগের মুখ শশধরের সম প্রিয় দর্শন এবং দক্ষিণ ভাগের মুখ অত্যন্ত ভীষণ দর্শন হয়, তাহার কারণ কি?

হর। প্রিয়ে! পূর্ব্বে আমার একমাত্র আস্য ছিল, কোন সময়ে আমি তপস্যা কোত্তেছিলেম, তিলোত্তমা নাম্নি

কামিনী শ্রেষ্ঠা স্বর্গ বিদ্যাধরি আমার নিকটে আ-
সতে, আমি তাকে দেখবার জন্য অপর চারটী আস্য
ধারণ কোরেছিলেম, তদবধি আমি পঞ্চানন হোয়ে
আছি। আমি পূর্ব্ব মুখদ্বারা সুরপতিকে শাসন, উত্তর
মুখদ্বারা তোমার সহ বিলাস, পশ্চিম মুখদ্বারা প্রানি
সমূহের সুখ সমৃদ্ধি সম্পাদন ও এই ভীষণ দক্ষিণ মুখ
দ্বারা প্রাণি সংহার কোরে থাকি।

পার্ব্ব। হে দেব। আপনার জটা সমুহ কপিলবর্ণ ও উর্দ্ধ্বগত
হবার হেতু কি? আপনি নীলকণ্ঠ পিণাকপাণি জটিল
এবং ব্রহ্মচারী হবার কারণ কি?

হর। দেবি। আমি লোক সমুহের মঙ্গল সম্পাদনার্থে
জটিল ও ব্রহ্মচারী এবং অমরদিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্য
পিণাকপাণি হোয়েছি। কোন সময়ে ত্রিদশপতি আ-
মার শ্রীনাশের অভিপ্রেতে আমার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ
কোরেছিলেন; সেই বজ্রের তেজে আমার কণ্ঠদেশ
দগ্ধিভূত হয়; তদবধি আমি নীলকণ্ঠ হোয়ে আছি।

পার্ব্ব। হে নাথ! তুরঙ্গ মাতঙ্গ আদি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট
বাহন থাক্তে বৃষ আপনার বাহন হবার হেতুকি?

হর। প্রিয়ে! সুরভীর বংশে অসংখ্য গাভী ও বৎস
উপন্ন হয়েছিল, সেই সমুদয়েরই বর্ণ এক প্রকার ছিল;
কোন সময়ে ঐ সুরভী-বৎসের মুখচ্যুত ফেন আমার
অঙ্গে সংলিপ্ত হোতে, আমি ক্রুদ্ধচিত্তে গো সমুহের
প্রতি দৃষ্টিপাত কোরেছিলেম, তাহাতে গো সমুহ
ভস্মীপ্রায় হয়। সেই সময়ে অর্থ তত্ত্বজ্ঞ ভগবান সৃষ্টি-
পতি ব্রহ্মা সুরভির বংশ রক্ষা করবার জন্য আমাকে

বিষ্ণুর স্তুতি কোরে এই বৃষটাকে প্রদান কোরেছিলেন, এবং বোলেছিলেন যে " আপনি ইহাকে রক্ষাকরুন " তন্নিমিত্ত আমি অন্য বাহনাদি পরিত্যাগ কোরে বৃষা-রোহণ কোরে থাকি।

পার্ব্ব। হে নাথ! অমর লোকে উৎকৃষ্ট বাসস্থান থাক্তে, আপনি কি জন্য কপাল, কেশ, অস্থি, মাংস, শোণিত, বসা, এবং অস্ত্রাদিতে আকির্ণ গৃধ্র গোমায়ু সকল চিতানল পরিব্যাপ্ত অপবিত্র শ্মশানমধ্যে বাস করেন?

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ : তাল কাওয়ালী।

ওহে ভব কেন তব বল হে এমন।
তব পদদ্বয়, চিন্তে দেব চয়,
দেবের দেবতা তুমি দেব পরমকারণ।
কিকারণ প্রাণধন, শ্মশানে থাকহে অনুক্ষণ,
কি বেদন পোড়ে মন।
কেন পবিত্র ভবনে তুমি নাহি রহ ত্রিলোচন ॥

হর। প্রিয়ে! আমি অদ্যাবধিও পবিত্র স্থান অন্বেষণ কোরে থাকি, কিন্তু শ্মশান অপেক্ষা পবিত্র স্থান কোন স্থানেই আমার অনুভব হয় না; এ নিমিত্ত আমি শ্মশানেই অবস্থান কোরে থাকি।

( নারদের প্রবেশ )

নার। ( মহাদেবের প্রতি ) হে দেব! প্রণাম হই ( প্রণাম করিয়া ( ভগবতীর প্রতি ) দেবি! প্রণাম হই ( প্রণাম করিয়া ) আশীর্ব্বাদ করুন, যেন অভীষ্ট সিদ্ধ হউক।

পার্ব্ব। দেবঋষি! এত অল্পকাল মধ্যে পুনরাগমনের হেতু কি?

নার। দেবি! আপনাদিগের পাদপদ্ম সর্ব্বদা দর্শন করি এমত অভিলাষ; কার্য্যের গতিকে সফল হয় না বোলেই মনোকষ্টের সীমা থাকে না, কোন বিপদে নিপতিত হোলে, পরিত্রাণ লাভের জন্য সহজেই পাদ পদ্ম দর্শন কোত্তে আস্‌তে হয়।

পার্ব্ব। নারদ! তুমি জগতের হিতচিন্তা কোরে থাক, তোমার যে বিপদ উপস্থিত হবে, তাহা সম্ভব পর নহে।

নার। জননি! আমি জগতের হিতসাধন করবার জন্য স্বইচ্ছায় একটী মহৎ বিপদ উপস্থিত কোরেছি, তাহাতে আপনি কৃপাদৃষ্টি না কোল্লে, আমার আর রক্ষা নাই; ব্রহ্মকোপানলে নিশ্চিত আমাকে ধ্বংস হোতে হবে।

পার্ব্ব। দেবঋষি! এমত কি বিপদ উপস্থিত কোরেছ, যে তাহাতে ব্রহ্মকোপানল সমুদ্ভব হবে? শুনে আমার যে ভাবনার পরিসীমা নাই, ব্রহ্মকোপানল হোতে পরিত্রাণ করা তো সহজ কথা নহে? কি কোরেছ বল দেখি?

নার। মাতঃ! ভগবান উরুবিক্রম পুরুষ প্রধান বামন রূপে মহর্ষি কশ্যপের গৃহে অবতার গ্রহণ কোরেছেন, তাঁর উপনয়নের সময় উপস্থিত হোয়েছে; মহর্ষি কশ্য সেই শুভকার্য্য গোপনে গোপনে সুসম্পন্ন কোরবেন, এমত উদ্যোগ কোরেচেন, তদ্বিষয়ে আমি উপস্থিত

হওয়ায় মহর্ষির দ্বারা কেবল আমিই আমন্ত্রিত হোয়েছি, তদ্ভিন্ন মহর্ষি আর জন প্রাণির ও আহারের উদ্যোগ করেন নাই। জননি! আমার স্বভাব আপনার অবিদিত নাই, আমি এই শুভকার্য্য সম্বন্ধে কশ্যপের অজ্ঞাতসারে ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ কোরে এসেছি; এক্ষণে যাহা কোত্তে হয় আপনি করুন, আপনার শ্রীচরণ ভিন্ন এ বিষয়ে আমার আর অন্য ভরসা নাই। আপনি যদি কৃপাদৃষ্টিপাত না করেন, তাহা হোলে কশ্যপ গৃহে যখন ত্রিলোকের লোক সমাগত হবেন, মুনি তাহাদিগকে আহার প্রদান কোত্তে না পাল্লে আমি নিশ্চয় জনসমাজে হেয় ও ব্রহ্মকোপানলে ধ্বংস হব।

গীত।

রাগিণী সুরট মোল্লার। তাল আড়া ঠেকা।

ওগো মা শঙ্করি রাখ তব চরণ কমলে।
যেন গো না দগ্ধ হই কশ্যপের কোপানলে ॥
কোরেছি বিপদাপার, তাহাতে হইতে পার,
ভরসা পদ তোমার, ও শিবে সর্ব্বমঙ্গলে।
কিছু নাহি আয়োজন, আসিবে ত্রিলোক-জন,
কৃপাকরি বিতরণ, তুষিতে হবে সকলে ॥

হর। মহর্ষি! এ তুমি উত্তম কার্য্য কোরেছ, এ বিষয়ে আমি সন্তোষিত হলেম; প্রথমতঃ ভগবানের পাদপদ্ম দর্শন কোল্লে চরিতার্থ লাভ কোরবো, তৎপর কশ্যপ গৃহে আহার কোরে আনন্দের পরিসীমা থাকবেনা।

নার। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন শুভকর্ম্ম সচ্ছন্দরূপে সু-সম্পন্ন হয়।

হর। তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। (নেপথ্যাভিমুখে) প্রমথগণ! সুসজ্জ হও, কশ্যপ গৃহে গমন কোত্তে হবে।

নার। (ভগবতীর প্রতি) দেবি! আপনার অনুমতি প্রাপ্ত না হোলে, আমার মন স্থির হোচ্চে না।

পার্ব্ব। দেবঋষি! এ পরম আহ্লাদের বিষয়; এবিষয়ে তুমি এসে নিমন্ত্রণ না কোল্লেও আমি কশ্যপ গৃহে গমন কোত্তেম। এক্ষণে তুমি একবার কমলার সমীপে গমন কর।

নার। জননি! সে কার্য্য আমি সমাধা কোরে এসেছি।

পার্ব্ব। বৎস! তবে আর তোমার কোন চিন্তা নাই। চতুর্দ্দশ ভুবনবাসীরা আগমন কোল্লে কেহই বৈমুখ হবেন না; আমরা সকলকেই আহারে পরিতুষ্ট কোরবো।

নার। মাতঃ! কৃতার্থ হলেম, এক্ষণে অনুমতি করুন, প্রস্থান করি।

(নারদের প্রস্থান।

হর। প্রিয়ে! তবে আমাদের আর কাল বিলম্ব করা উচিত হয় না? চল, আমরাও সত্বর হই গিয়ে।

(সকলের প্রস্থান)

গর্ভাঙ্ক সহ দ্বিতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

## তৃতীয়াঙ্ক।

### আশ্রমের বহির্ভাগ।

কশ্যপ ও অদিতির প্রবেশ।

কশ্য। প্রিয়ে! আজ যে কি হবে ভেবে কিছু স্থির কোত্তে পাচ্চিনে; ভগবতীকে কায়মনে এত ডাকচি, তিনিত্ত এখন আগমন কোল্লেন না? তিনি যদি পায়ে ঠেলেন, তাহাহোলে এ বিপদে আর রক্ষা নাই।

অদি। আপনার কথঞ্চিত আয়োজন করা উচিত ছিল, আশ্রমবাসীগুলীকে আহার করাতে না পাল্লে নিন্দার পরিসীমা থাক্‌বে না; আমি অনুভব করি, দেবঋষি কেবল এই আশ্রমটী নিমন্ত্রণ কোরে চোলে গ্যাচেন।

কশ্য। সে এমন নারদ নয়? ত্রিলোক নিমন্ত্রণ কোরে তবে জলগ্রহণ কোরেছে, আজ আমার মান সম্ভ্রম আর কিছু থাকবেনা; লোকালয়ে মুখ আর দেখাতে পারবোনা।

অদি। নিশ্চিন্ত হোয়ে থাকা আর তো উচিত হয় না।

গীত।

রাগিণী সুরট মোল্লার। তাল আড়াঠেকা।

নিশ্চিন্ত হইয়ে থাকা নহে উচিত এখন।
মান যাহে থাকে নাথ কর তার আয়োজন॥
মানচ্যুত হয় যার, কি ফল জীবনে তার,
মান জীবনের সার, মান রাখ তপোধন।
তোমাকে অনেকে জানে, তোমাকে অনেকে মানে,
রাখ মান মানে মানে, ধরি তব শ্রীচরণ॥

কশ্যপ। কি কোরবো? আমার যদি ক্ষমতা থাক্‌তো, তাহা হোলে কি নিশ্চিন্ত হোয়ে থাক্‌তেম? ক্ষমতা নাই বোলেই চুপকোরে রোয়েছি, এখন ভগবান যা কোরবেন, তাই হবে।

অদি। ঋষিও যে এখন আশ্চেন না?

কশ্যপ। না আসুক নেই নেই। আমি বামনদেবের উপনয়ন দেই গিয়ে, তার পরে অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। তুমি আশ্রমে যাও, আমি অবিলম্বেই যাচ্চি।

( অদিতির প্রস্থান )

( সেবারাম ও শোভারামের প্রবেশ )

সেবা। মহর্ষি! ধন্য! ধন্য! ধন্য!

শোভা। এমন কাজ কেহ কখন কোত্তে পারে নাই, আর পারবেও না।

সেবা। তা আর একবার বোলচো হা? লোকে যে বলে "হয়নাই, হবে না, দেখি নাই, দেখবো না?" মহর্ষির এ কাজ তাই হোর্চ্চে। আমরা রবাহুত, আমাদের কেহ কখন নিমন্ত্রণ করেনা, অর্দ্ধচন্দ্র ও প্রহারাদি খেয়ে আমরা উদর পূর্ণ কোরে থাকি। আমাদের নিমন্ত্রণ কোরে যে আহ্বান করা এ কি সাধারণ যশের কথা? ধন্য! ধন্য! ধন্য! বামনদেব চিরজীবি হউন।

শোভা। মহর্ষি! আপনার আশ্রমকে আপনি আজ চতুর্দ্দশ ভুবন কোরে বোসেচেন, কঠোর তপস্যাদ্বারা যে সকল দেবতাদের পাদপদ্ম দর্শন হয় না, আজ সেই সকল অমরেরা আপনার আশ্রমে সমাগত হোয়েছেন, অন্য লোকের কথা আর কি বোলবো?

সেবা। ও সকল কথা এখন রেখে দাও। (কশ্যপের প্রতি) মহর্ষি! উদ্যোগটা কাঁচা বন্দ বস্ত না পাকা কোরেচেন?

গীত

রাগিণী সোহিনী। তাল ক্ষেমটা।

দেখ্‌ছি গো মহামুনি লোকের সমাগম ভারি।
বন্দবস্ত কি কোরেছো শুন্‌লে প্রাণটা খোত্তে পারি।
গিয়েছি অনেক বাড়ি, এমন গো বাড়াবাড়ি,
দেখি নাই কারো বাড়ি, তোমার কাজে বলিহারি।
কাঁচাকি পাকা ব্যাপার, বলগো খপরটা তার,
কাঁচা কাজ ঘটে যার, হতমানগো জান্‌বে তারি॥

কশ্য। মধুসূদন! মধুসূদন! মধুসূদন! কেবল। মধুসূদন ভরসা; আমিচল্লেম।

(কশ্যপের প্রস্থান)

সেবা। ওহে শোভারাম! গতিকটে যে বড় ভাল বোধ হোচ্চে না? মহর্ষিকে কাঁচা কি পাকার কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে উনি যে কেবল "মধুসূদন২" বোলে গমন কোল্লেন, মুশুরডাল ভাত খেলে যে পেট ফুলে মোত্তে হবে।

শোভা। তুমি খেপেচো নাকি? ইন্দ্র চন্দ্রাদি দেবগণ ও কিন্নর বিদ্যাধর প্রভৃতিকে যখন নিমন্ত্রণ করা হোয়েছে, পৃথিবীর বড় বড় রাজাগণ ও আসবেন শুনচি; তাঁদের কি মহর্ষি কেবল মুসূরডাল ভাত খাওয়াতে পারবেন? মুসূরডালটা অত্যন্ত অপবিত্র; জ্ঞানীলোকে তাহা গ্রাহ্য করেন না?

সেবা। মুনিকে জিজ্ঞাসা কোত্তে উনি যে কেবল মধুসূদন ভরসা বোলে গ্যালেন, তাতেই তো ভয় হোচ্চে। বৃহৎ কার্য্য বোলে যদি সেই বন্দবস্ত কোরে থাকেন, তা হোলে তো এতটা পথ যে আসা গেছে, সে কেবল পরিশ্রম সার হবে? আর বাটীতেই বা কি নিয়ে যাওয়া যাবে? নিমন্ত্রণে এসে যে শুদ্ধুহাত নেড়ে যাওয়া সে আমাকে ভাল লাগে না; তার চেয়ে নিমন্ত্রণে না আসাই ভাল? আমি নিমন্ত্রণের পেঁতে ছোকে রেখে দিয়েছি।

গলাধাক্কা প্রহারাদি খেয়ে তারপর।<br>
মিষ্ঠান্নেতে যদি হয় সম্পূর্ণ উদর॥<br>
মনোমত পুটলীটী করিয়া বন্ধন।<br>
গৃহে বয়ে গেলে তবে তৃপ্তি হয় মন॥<br>
সেই নিমন্ত্রণ সেই ফলারের সার।<br>
এমন স্থলেতে যাওয়া উচিত সবার।

শোভারাম! আমার কথা কি জান? গলাধাক্কাই হোক, আর পৃষ্ঠে উত্তম মধ্যম প্রহারই পড়ুক; আহারটী কোরে গৃহে কথঞ্চিত লয়ে যেতেই হবে? পাকা হোলে তার তো কথাই নাই? কাঁচা হোলে খানকতক মৎস্য, পায়স সরাটা, কতক গুলো ছানাবড়া কি মণ্ডা সংগ্রহ কোত্তেই হবে?

শোভা। ওহে সকল সেয়ালেরই এক রা, আমাদের পুরুষানুক্রমে যেমন হোয়ে আসচে তাইতো হবে।

সেবা। বটেইতো? বৃত্তি কি ছাড়তে আছে?

( নারদের প্রবেশ )

সেবা। আসুন মশায়! আপনার নিমন্ত্রণে এসে আমাদের তো গা ধোস্কে, গ্যাচে।

গীত

রাগিণী সোহিনী। তাল ক্ষেমটা।

এসগো দেবঋষি ভাল যশ কিন্‌লে শেষে।
গা আমাদের ধোস্কে গ্যাচে তোমার নিমন্ত্রণে এসে ॥
জানিলে আগে এমন, হেথা কি করি গমন,
ঠকামি তপোধন, আরম্ভিলে শেষ বয়েসে।
প্রতিফল হবে হবে, সমান দিন নাহি রবে,
শিঙ্গাটী ফুঁকবে যবে, জানবে শমন ধোল্লে কেশে ॥

নার। কেন বল দেখি?

সেবা। এই তো আশ্রমটীতে লোকে লোকারণ্য হোয়েছে, এমত কি, কোনলোকই আস্তে বাকি নাই; এত যে সমারোহ; এদিকে কোন উদ্যোগ দেক্তে পাচ্চিনে! না লুচী ভাজার গন্ধ ছুটচে, না চিল কাক উড়চে, রকম খানা কি বলুন দেখি?

শোভা। মহর্ষি! আমার একটা কথা শুনুন, বন্দবস্তের বিষয়টা পাকা কি কাঁচা বলুন দেখি?

নার। যাহার যাহা ইচ্ছে হবে, সে তাই পাবে।

সেবা। আমার গতিক বড় ভাল বোধ হোচ্চে না, লোকে যে কথায় বলে, "নারদের নিমন্ত্রণ" শেষে কি তাই হবে নাকি?

নার। শেষে জাস্তে পারবে, পেটের ভরে চোলে যেতে পারিবেনা।

শোভা। বলেন কি? ভগবান কি এমন দিন করবেন।

নার। কোরবেন কি? কোরেচেন।

সেবা। আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, আমরা তো ভেবে কাট হোয়ে যাচ্ছিলেম।

শোভা। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, উদ্যোগটী কি আশ্রমে হোচ্চে, না অন্তত্তর হোতে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হোয়ে আস্‌বে।

নার। তত সংবাদে তোমাদের কোন প্রয়োজন কোচ্চে না, আমি আসি এখন।

(নারদের প্রস্থান)

শোভা। সেবারাম! গতিক বড় ভাল বোধ হোর্চ্চে না, যঠরানল তো ক্রমে প্রদীপ্ত হোয়ে উট্‌চে।

সেবা। এ আশ্রমে নানাবিধ ফল শোভিত ও ইঙ্গুদি বৃক্ষ আছে, এক্ষণে চল তাহাই ভক্ষণ করি গিয়ে; তার পর অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হবে।

(সেবারাম ও শোভারামের প্রস্থান)

অঙ্ক সমাপ্ত।

গর্ভাঙ্ক।

কশ্যপাশ্রম।

(কশ্যপ আসীন।

কশ্য। (স্বগত) কি যে হবে ভেবে কিছু স্থির কোত্তে পার্চ্চিনে, ত্রিলোক-বাসীগণ আহারার্থে আমার আশ্রমে আগমন কোরেছেন, আমি এক এক মুষ্টি অন্ন প্রদান কোত্তে পারবো না একি আমার অল্প আ-

ক্ষেপ? (ক্ষণেক পরে) দেবঋষির দুটো হাতে ধোরে বোলেছিলেম, যে "বামনদেবের যে উপনয়ন হবে, যা জানলে তুমিই জানলে; আমি আহারে কেবল তোমাকেই পরিতোষ কোরবো,, তাতে সে, এ যে কাজ কোরেচে, যার সামান্য জ্ঞান আছে, সে ব্যক্তিও এমন কাজ করে না। (ক্ষণেক নিরব হইয়া) এ সে শত্রুতাই কোরেছে, তা নাহলে আমি কি ধনের মানুষ, যে ত্রিলোক-বাসীদের আহারে পরিতোষ কোতে পারবো?

(নারদের প্রবেশ)

কশ্য। নারদ! তুইকি ঋষিরয়া? আমি কাল তোর দুটো হাতে ধোরে বোল্লেম, তাতেকি তোকে এই কাজ কোত্তে হয়? কি সর্ব্বনাস উপস্থিত কোরেচিস বল দেখি? আমার এমত কি সঙ্গতি আছে যে আমি এই মহৎ বিপদ হোতে নিষ্কৃতি লাভ কোত্তে পারি?

নার। মহর্ষি! আর যে আপনার দুটো পাঁচটা সন্তান সন্ততি হবে, সে ভরসা নাই; এই বামনদেবকেই শেষ জানবেন। শেষ কার্য্যটা একটু ঘটা কোরে না কোল্লে কি ভাল দেখায়? আমি এ যে কাজ কো-রেছি, লোকালয়ে আপনি ধন্য ধন্য ববেন।

গীত

রাগিণী আলিয়া। তাল জলদ তেতালা।

যে কাজ কোরেছি হবে ধন্য ধন্য নর নামে।
কার্য্য না করিলে যেন বৃথা আসা ধরা ধামে।
আর যে সন্ততি ভব, হইবে সে অসম্ভব,

একার্য্যেতে মহোৎসব, না করা দুর্নাম নামে।
কর্‌রি অনেক চিন্তন, বলিয়াছি ত্রিভুবন,
ত্রিভুবন জনগণ, আসিবেন তব ধামে॥

কশ্য। ওরে তুই পাগল হোয়েচিস? লোকালয়ে যে ধন্য ধন্য হব, তার ধন কোথা?

না। এসময়ে গুপ্তধন কিছু বাহির করুন; সাংসারিক হোয়ে সকলই শেষের জন্য রাখলে চোলবে কেন?

কশ্য। দ্যাখ, তোর কথায় আমার ক্রোধ আর কোন ক্রমেই সহ্য হোর্চ্চে না; তুই কি ব্রহ্মহত্যা কোত্তে এই কাজ কোরেচিস? আমার যে আর প্রাণধারণ কোত্তে ইচ্ছা কোর্চ্চে না। (সক্রোধে) আজ তোকেও নিকেশ কোরবো, আমিও নিকেশ হবো?

নার। মহর্ষি! ক্রোধ সম্বরণ করুন, আমি কেবল আপনার ভরসাতে এ কার্য্য করি নাই; ত্রিলোকের অন্নদাত্রী ভবতারিণী অন্নপূর্ণাকে বামনদেবের উপনয়নে আমন্ত্রণ করে এসেছি; তিনি আগমন কোল্লে আপনার কিছু মাত্র চিন্তা থাকবে না।

কশ্য। আমার সে তপস্যার ফল কোথা? আমি যদি সে রূপ ভাগ্যশালী হোতেম, তাহা হলে তিনি এতক্ষণ আগমন কোরে আমাকে অভয় প্রদান কোত্তেন। আমি কায়মনে তার পাদপদ্ম অনুক্ষণ স্মরণ কর্চ্চি।

নার। দেখুন, ত্রিলোকবাসী-লোকেরা সকলে আগমন কোরেছেন, আপনার আর কুটীর মধ্যে বোসে থাকা কোনক্রমেই উচিত হোচ্চে না। আপনি একবার সকলকে আহ্বান কোরে বামনদেবের উপনয়ন কার্য্য

সমাধা করুন। অন্নপূর্ণার যাহাতে আগমন হয়, তদ্বিষয়ে আমি সত্বর হই।

কশ্য। এ ভাল কথা, তবে আমি চল্লেম।

(কশ্যপের প্রস্থান)

নার। হে মা ত্রিলোকেশ্বরি! আপনি দিব্য বসন ও দিব্য মাল্যে বিভুষিতা হোয়ে আছেন; সুতীক্ষ্ণ খড়্গ ও খেটকাদিতে আপনার কর সকল সুশোভিত হোয়ে রয়েছে। হে ত্রিলোক-নিস্তারিণি! যাহারা সংসার বন্ধন মোচন জন্য কায়মনোবাক্যে আপনার ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ প্রদ পাদপদ্মদ্বয় আরাধনা করেন, তাহাদিগকে আপনি দুস্তর পাপপঙ্ক হোতে নিস্তার প্রদান কোরে থাকেন। আপনার পদাশ্রিত নারদ পরোপকারার্থে একটি বিপদ উপস্থিত কোরে তিরস্কৃত হোর্চ্চে, আপনি এ কশ্যপাশ্রমে আগমন কোরে চরিতার্থ করুন।

গীত।

রাগিণী আলিয়া। তাল জলদ তেতালা।

ওগো মা ত্রিলোকেশ্বরি আসি দেহ দরশন।
ত্রিলোক-তারিণী তুমি কর ত্রিলোকে পালন ॥
করিতে পরোপকার, কোরেছি বিপদাপার,
আসিয়ে কর নিস্তার, ব্যাকুল হোয়েছে মন।
বিশেষ জানি অন্তরে, যে জন তোমারে স্মরে,
সংসার বন্দন হরে, সামান্য এ নিবেদন ॥

হে যশোদা-নন্দিনী! হে নারায়ণ প্রণয়িনি! হে কুল বর্দ্ধিনি হে কংসধ্বংস-কারিণি! হে অসুর-ঘাতিনি!

হে বরদে! আপনার শ্রীচরণ কমলে নমস্কার কচ্চি, আপনি প্রসন্ন হউন।

হে ভক্তানন্দদায়িনি! আপনি ভুজঙ্গ ভোগ রূপ মেখলা দামে বিভূষিতা হোয়ে পন্নাগ বেষ্টিতা মন্দর পর্ব্বতের তুল্য শ্রীধারণ কোরে আছেন; কলাপি কলাপ যুক্ত উন্নত ধ্বজ দণ্ডে আপনার অনির্বচনীয় শোভা সম্পাদন কোচ্চে। হে ত্রিদশেশ্বরি। আপনি কৌমার-ব্রতদ্বারা অমরলোক পবিত্র কোরেছেন বোলে, ত্রিদশ-গণ অনুক্ষণ আপনার স্তব ও পূজাদিতে নিমগ্ন হোয়ে থাকেন। আপনি মহিষাসুরকে বধ কোরে ত্রিলোক রক্ষা কোরেচেন। আমি কায়মনে আপনাকে স্মরণ কর্চ্চি, আপনি প্রসন্না হউন। হে শীধুমাংস-পশু-প্রিয়ে! হে নগেন্দ্র বিন্ধ্যাচলবাসিনি! হে ভূত বে-ষ্টিতা কপালিনি! হে কালি! হে মহাকালি! আমি আপনাকে স্মরণ কচ্চি, আপনি প্রসন্না হউন।

হে দুর্গে! আপনি দুর্গম হোতে লোককে পরিত্রাণ করেন বোলে আপনার দুর্গা সংজ্ঞা হোয়েছে; আপনি কৃপাদৃষ্টিপাত কোরে এদুর্গম হোতে আপনার পদা-শ্রিত নারদকে পরিত্রাণ করুন। হে দেবি! আপনি কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, সিদ্ধি, লজ্জা, বিদ্যা, সন্তুতি, বুদ্ধি, সন্ধ্যা, সর্ব্বরী, প্রভা, নিদ্রা, জ্যোৎস্না, কান্তি, ক্ষমা এবং দয়া; আপনার মঙ্গলময় পাদপদ্ম আরাধনা কোল্লে, মনুর্ষ্যের বন্ধন, মোহ, অপত্য-বিনাস, ধন-ক্ষয়, পীড়া; মৃত্যু এবং ভয়, এ সকলই তিরোহিত হয়।

হে শরণগত-পালিকে! হে ভক্তবৎসলে! হে দুর্গে!

আমি আপনাকে স্মরণ কচ্চি, আপনি আমাকে প্র-
সন্না হউন।

হে পানপাত্র-দর্ব্বীধারিণী অন্নপূর্ণে! আপনি প্রতিদিনই
যাবদীয় ব্রহ্মাণ্ডের জীবগণকে অন্ন প্রদান কোরে তা-
হাদের জীবন রক্ষা কোর্চ্চেন, অদ্য কশ্যপ গৃহে আগ-
মন কোরে আপনার শ্রীচরণাশ্রিত নারদের মান রক্ষা
করুন।

গীত

রাগিণী বসন্ত বাহার। তাল আড়াঠেকা।

ওগো অন্নপূর্ণে শিবে ডাকিতেছি কায়মনে!
তুষিতেছ অন্নদানে ব্রহ্মাণ্ডের জনগণে॥
কশ্যপ আশ্রমে আসি, প্রকাশি করুণারাশি
ভয়ার্ত্তির ভয় নাসি, মাহাত্ম্য দেখাও জনে।
ত্রিলোক-নিবাসীসবে, এসেছে এ মহোৎসবে,
অন্নদান দিলে তবে, লজ্জা রবে এইক্ষণে॥

( জয়া বিজয়া সহ অন্নপূর্ণার প্রবেশ )

অন্ন। বৎস! তুমি এত কাতর হোয়ে আমাকে স্মরণ
কোর্চ্চ কেন? আমি কল্য তোমাকে বোলেছিলেম, যে
"কশ্যপাশ্রমে আমি নিশ্চিত গমন কোরবো।"

নার। ( দীর্ঘ নিশ্বাব পরিত্যাগ করিয়া ) জননি! প্রণাম
হই। (প্রণাম করিয়া) দেবি! আমার মনোমধ্যে দৃঢ়
বিশ্বাস আছে যে আপনি এ অধমকে অপদস্থ কর্বেন
না; কিন্তু আপনার আগমন কোত্তে এই কিঞ্চিৎকাল
বিলম্ব হোতে আমার ভাবনার পরিসীমা ছিলনা
ভুবনবাসীগণ কশ্যপাশ্রমে সমাগত হোতে মহর্ষি

কশ্যপ ক্রোধে উন্মত্ত তুল্য হোয়ে আমাকে অভিসম্পাৎ কোত্তে উদ্যত হোয়েছিলেন; আমি বিস্তর অনুনয় কোরে তাঁকে শান্তনা কোরেছি।

অন্ন। কমলা তো আগমন কোরেছেন।

নার। অবশীষ্ট আর কেহই নাই।

অন্ন। মহর্ষি কশ্যপ এক্ষণে কি কোচ্চেন?

নার। তিনি বামনদেবের উপনয়ন কার্য্য সমাধাকোর্চ্চেন

অন্ন। তবে এস্থানে আর কাল বিলম্ব করা উচিত হোচ্চে না; বামনদেবকে আমাকেই ভিক্ষা প্রদান কোত্তে হবে।

নার। জননি! আমারও সেই অভিপ্রায়; আপনি ভিন্ন কে আর বামনদেবকে ভিক্ষা দিতে পারেন; তবে চলুন, আমরা গমন করি।

(সকলের প্রস্থান)

গর্ভাঙ্ক সহ তৃতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

## চতুর্থাঙ্ক।

আশ্রমের প্রাঙ্গন।

(কশ্যপ ও পুরোহিতাদি আসিন)

ব্রহ্মচারীবেশে ভিক্ষারঝুলী স্কন্দে বামনদেব দণ্ডায়মান।

(ভগবতী ও নারদের প্রবেশ)

কশ্য। (ভগবতীকে দেখিয়া) জননি! প্রণাম হই। (প্রণামকরিয়া) মাগো! আমি যে ধনের মানুষ; তাহা আপনার শ্রীচরণে অবিদিত নাই; কোনমতে

বামনদেবের উপনয়ন কার্য্যটী সম্পন্ন কোরবো, এমত মানস কোরেছিলেম। দেবঋষি ত্রিভুবন নিমন্ত্রন করায় আমার ভাবনার পরিসীমা নাই; এ বিপদ হোতে পরিত্রাণ লাভ করা আপনার শ্রীচরণ আশ্রয় ভিন্ন অন্য উপায় নাই। আপনি কৃপাদৃষ্টিপাত কোরে অ-ভীষ্ট সিদ্ধ করুন। হে সর্ব্বমঙ্গলে! হে চিন্তাদূরকা-রিণি! আমি এই শুভকার্য্যে ব্রতী হোয়েও কায়মনে অনুক্ষণ আপনার সর্ব্বাভীষ্ট প্রদ পাদপদ্ম দ্বয় চিন্ত কর্চ্চি; আপনি অন্নপূর্ণারূপে আবির্ভাবা হোয়ে আমার লজ্জা রক্ষা করুন।

গীত।

রাগিণী বসন্ত বাহার। তাল আড়াঠেকা।

পরমেশি পরাক্ষরে অপরে সর্ব্বমঙ্গলে।
জননি প্রণাম করি তব চরণ কমলে ॥
বামনের উপনয়ন, তাহে মাগো তপোধন,
নিমন্ত্রণ ত্রিভুবন, কোরেছেন তব বলে।
আমার যত বিভব, নহে অগোচর তব,
অধিক কি আর কব, মান রাখ মা বগলে ॥

অন্ন। মহর্ষি! ব্যাকুল হোর্চ্চ কেন? তুমি যে কাহার উপনয়ন কার্য্য সমাধা কোর্চ্চ, মমকৃত মায়াদ্বারা মো-হিত হোয়ে রোয়েছ বোলে তাহা জান্তে পাচ্চনা? এক্ষণে সে কথায় কোন প্রয়োজন কোর্চ্চে না; ত্রি-লোকবাসীগণ যে বামনদেবের উপনয়ন সূত্রে আম-ন্ত্রিত হোয়েছেন, তজ্জন্য তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই।

কশ্য। জননি! প্রণাম হই। আপনার আগমনেই চরিতার্থ লাভ কোরেছি। তৎপর আপনার এ আশ্বাষবাক্য শ্রবণে আমার সকল ভাবনাই তিরোহিত হোলো।

অম্ন। বৎস! এ দিকে উপনয়নের বিলম্ব কি?

কশ্য। যখন আপনার পাদার্পণ হোয়েছে তখন আর কোন বিষয়েই বিলম্ব নাই। আপনি আমার বামনদেবকে ভিক্ষা প্রদান করুন!

অম্ন। এবিষয়ে আমারও বিশেষ বাসনা আছে; তবে আর কালবিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে।

পুরো। (বামনদেবের প্রতি) বামনদেব! বল; ভবতি ভিক্ষাং দেহি।

বাম। ভবতি ভিক্ষাং দেহি।

অম্ন। (ভিক্ষা লইয়া বামনদেবের প্রতি) হে দেব! আপনি ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিতি কোর্চ্চেন, ব্রহ্মাণ্ড আপনাতে অবস্থিত হোয়ে আছে; আমি যা কথঞ্চিত আপনাকে প্রদান কচ্চি, তাহা আপনারই ব্রহ্মাণ্ডস্থিত; আপনার দ্রব্যই আপনাকে প্রদান কচ্চি। আমি ভিক্ষুকের পত্নি আমি ভক্তি সহকারে যাহা প্রদান কর্চ্চি, তাহা গ্রহণ কোরে চরিতার্থ করুন। (বামনদেবের ভিক্ষার ঝুলিতে ভিক্ষা প্রদান)

বাম। জননি! চরিতার্থ লাভ কোল্লেম?

অম্ন। (কশ্যপের প্রতি) মহর্ষি! এক্ষণে উপনয়নের কার্য্য সমাধা কোরে আহারাদির উদ্যোগ কর; আমি তদ্বিষয়ে গিয়া সত্বর হই।

( অন্নপূর্ণার প্রস্থান )

পুরো। (কশ্যপের প্রতি) মহর্ষি ! এদিকের সমস্ত কার্য্যই পরিসমাপ্ত হোয়েছে, এক্ষণে বামনদেবকে লয়ে দণ্ড গৃহে গমন করি।

( বামনদেব ও পুরোহিতের প্রস্থান )

না। মহর্ষি ! আপনি বামনদেবের উপনয়ন কার্য্য গোপনে গোপনে সু সম্পন্ন কোরবেন, এমত উদ্যোগ কোরেছিলেন; কিন্তু আমি ত্রিলোক নিমন্ত্রণ কোত্তে আপনার ক্রোধের পরিসীমা ছিলনা; অধিক কি বোলবো, আপনি আমাকে শাপ প্রদান কোত্তেও উদ্যত হোয়েছিলেন; এক্ষণে সে সকল কথায় আর কোন প্রয়োজন করে না; বামনদেবের উপনয়ন কার্য্যটী যে প্রকারে সুসম্পন্ন হোলো; এমত কুত্রাপি কাহারও হয় নাই। ভগবান সূর্য্যদেব সাবিত্রী মন্ত্রের উপদেষ্টা হোলেন; দেবগুরু বৃহস্পতিদেব যজ্ঞসূত্র প্রদান কোল্লেন, ভূমি স্বয়ং মেখলা পরিধান করাইয়া দিলে, ভূমি কৃষ্ণাজিন দিলেন, বন সকলের পতি সোম দণ্ড প্রদান কোল্লেন। মাতা কৌপীনাচ্ছাদন, স্বর্গ ছত্র, বেদগর্ভ বিধাতা কমণ্ডলু, সপ্তঋষি গণ কুশা, বাকবাণী অক্ষমালা যক্ষরাজ ভিক্ষাপাত্র প্রদান কোল্লেন; আপনাকে অধিক আর কি বোলবো; সাক্ষাৎ সর্ব্বাণী বামনদেবকে ভিক্ষা দিলেন।

কশ্য। হে দেবঋষি ! আপনি যে বিশ্বের হিত চিন্তা করিয়া থাকেন, তাহা কাহার অবিদিত নাই; এক্ষণে আমি আপনার কৃপায় চরিতার্থ লাভ কোল্লেম।

গীত

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল আড়াঠেকা।

তপোধন বিরিঞ্চি-নন্দন হরিপদ পরায়ণ।
বীণাযন্ত্র করে ধরি, হরিগুণ গান করি,
দ্বেষ ঈর্ষা পরিহরি, পর-হিতে সদা মন॥
তোমার আশ্রয় ধরি, চরিতার্থ লাভ করি,
কি বলিব হরি হরি, ধন্য তপস্যা সাধন॥

নার। ও সকল কথায় আর কোন প্রয়োজন করে না, আহিত অগ্নিকে সমিদ্ধ কোরে সমিদ দ্বারাও হোম কার্য্য সমাধা হোয়েছে, এক্ষণে বামনদেবকে লয়ে দণ্ডগৃহে গমন করুন।

কশ্য। যে আজ্ঞা।

( নারদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নার। এক্ষণে আমন্ত্রিতগণকে আহারে পরিতোষ কোত্তে পাল্লে আমি নিশ্চিন্ত হই।

( সেবারাম ও শোভারামের প্রবেশ। )

সেব। মহর্ষি! আপনার মনোগত ভাব কি বলুন দেখি? এক মুটো খেতে পাওয়া যাবে না স্থদু মুখে ফিরে যেতে হবে?

শোভা। মহর্ষি! দেখুন, " গৃহে আহার কোরে, বামনদেবের উপনয়ন দেখা ,, আপনার এমত নিমন্ত্রণ করা উচিত ছিল।

নার। কেন বল দেখি?

শোভা। মশায়! আহারাদি যত হবে তা জাস্তে পেরেছি, আমরা ফলার-কীট; যে খানে ফলার, কি নিমন্ত্রণ কি অনিমন্ত্রণ আমাদের পায়ের ধূলো আগে পড়ে।

সেবা। ওহে শোভারাম! এ মহর্ষির নিমন্ত্রণে আসাই অ-নোচিত হোয়েছে, আজ বংসে কামারের মায়ের শ্রাদ্ধ ছিল, সে দশটাকা ব্যয় কোচ্চে, পাকা বন্দবস্ত কো-রেছে; সেখানে গেলে এক পেট খাওয়া হোতো, অথচ কতকগুলো দ্রব্যাদিও ঘরে আস্তো।

শোভা। আমাদের পোড়া কপাল; তাই এখানে এসেছি, (নারদের প্রতি) মহর্ষি! তোমার মনেমনেও কি এত ছিল? এ তোমার এক রকম ব্রহ্মহত্যা করা হোচ্চে, আমরা ক্ষুধাতে আর দাঁড়াতে পাচ্চিনে।

গীত।

বাউলের সুর।

ওগো বোলবো কি ঋষি তোমায় বাঁচিনেকো আর।
ব্রহ্মহত্যা কোত্তে বুঝি নিমন্ত্রণ হে তোমার॥
এমন হবে না জানি, দেখ লাগচে ভোকচানি,
দাঁড়াতে পাচ্চিনে উঠে কাঁদচে পেটখানি;
এবার বাঁচ্‌লে তোমার নিমন্ত্রণে করবো শত নমস্কার।

সেবা। মহর্ষি! আমরা জান্তেম, আপনি কেবল বিবাদ কচকচি নিয়ে থাকেন, এদানি যে আপনার আবার এ রোগটী বেড়েছে, তা আমরা জান্তেম না? (শোভা রামের প্রতি) ওহে শোভারাম! চল, এস্থান হোতে প্রস্থান করা যাক।

শোভা। উচিত হোয়েছে, আর এস্থানে থাকলে নাড়ী জীর্ণ হোয়ে যাবে।

সেবা। আমাকে তো ভোক্‌চানী লাগচে।

নার। তোমরা যে ভারি আশ্চর্য্য কোচ্চ দেখচি? ত্রিলোক-বাসীদের নিমন্ত্রণ করা গ্যাচে, তোমাদের মতন আর তো কেহ ব্যস্ত হোর্চ্চেনা? সমারোহের কার্য্য হোলেই একটু বেলা হয়, তাও তেমন কিছু বেলা অধিক হয় নাই?

শোভা। মশায়! ত্রিলোক-বাসীদের কথা ছেড়ে দিন, কেহ চোরাপত্তি কোরে এসেছেন, কেহ কেহবা অগাধ বিষয়ের অধিপতি হোয়ে ক্ষুধাতৃষ্ণা কেমন তা জানেন না; আমরা কেবল স্নান আহ্নিক কোরে আদখানি আদা চিবিয়ে এসেছি।

সেবা। দেবঋষি! সমারোহের কার্য্যে বেলা যে হয় তা আমরা জানি; অন্য অন্য স্থানে লুচিভাজাঘিয়ের খোসবয় ছুটতে থাকে, মিষ্টান্নের আমদানীতে মাচী বোলতাগুলো নেচে কুঁদে বেড়াতে থাকে, বাটীর সম্মুখে চিল কাকগুলো উড়ে বেড়ায়; সেসব দেখে মনটা ঠাণ্ডা থাকে; এখানে যে দক্ষিণহস্তের ব্যপার হবে তার কিছু মাত্র চিহ্ন নাই; সাধেকি মন ব্যাকুল হোয়ে উঠেছে?

শোভা। দেবঋষি! আরএকটা কথা কি জানেন? আজ যদি এখানে কিছু নাহয়, তাহাহোলে আমাদের উপ-বাস কোরে থাকতে হবে। আপনার কাছে আরতো "ঢাক ঢাক ,, নাই। আমরা যে পৃথিবীতে এসে জন্ম-

গ্রহণ কোরেছি, সে কেবল দিনগত পাপক্ষয় কোত্তে জানবেন।

কণ্ঠ। (নেপথ্য হইতে) আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে আহারার্থে আহ্বান করা যাচ্চে, যথাযোগ্য স্থানে আসন পরিগ্রহণ কোরে আমাকে চরিতার্থ করুন।

নার। (নেপথ্যের দিক দেখাইয়া শোভারাম ও সেবারামের প্রতি) ঐ মহর্ষি কশ্যপ আহারার্থে আহ্বান কোর্চ্চেন, আর বিলম্বে কাজনাই, প্রস্থান কর।

শোভা। তা আর একবার বোলচেন, "শুভস্য শীঘ্রম,, (সেবারামের প্রতি) এসহে আর বিলম্ব করা নয়?

সেবা। (নারদের প্রতি) মশায় ও এই সঙ্গে আসুন, কুলান অকুলান আছে, এই বেলা কাষ্যটা সেরে নেবেন চলুন।

গীত।

বাউলের সুর।

বলি, এই বেলা বোসবে চল ওহে তপোধন।
শেষে না কুলুলে হবে বিপদ ভারি তখন।।
কর যাহা ইচ্ছা তাই, পেটে খাওয়া আগে চাই,
পেটের চেয়ে ত্রিসংসারে কিছুই আর নাই।
পেট কাঁদিলে কোন কাজে স্থির থাকেনা কভু মন।।

নার। আমার হোক আর নাই হোক, তোমরা এখন চল।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থাঙ্ক সমাপ্ত।

—•○○•—

গর্ভাঙ্ক।

পাকশালার সম্মুখ।

কমলা ও অন্নপূর্ণা দণ্ডায়মানা।

( কশ্যপের প্রবেশ )

কশ্য। ( যোড়হস্ত করিয়া ) মাগো! আহারার্থে ত্রিলোকের লোককে আহ্বান কোরে এলেম, সকলেই আসন গ্রহণ কোরেছেন। ( নেপথ্যোদিকে চাহিয়া ) আপনি যে অন্নাদি প্রস্তুত কোরে রেখেচেন, ইহাতে বিশ পঁচিশ জনের পরিতোষ হওয়াত্ত সন্দেহ; আপনি এক কালীন ত্রিলোকের লোককে আহ্বান কোত্তে বোল্লেন, কি হবে মা? আমার যে হৃৎকম্প হোচ্ছে।

গীত।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ। তাল আড়া খেমটা।

শ্রীচরণ বিনে ওগো শিবে নাহি অন্য ধন গো।
হৃৎকম্প হোর্চ্চে মম দেখে আয়োজন গো।
এসেছে ত্রিলোকবাসী, সবে আছে উপবাসী,
চাহি অন্ন রাশি রাশি, করমা দর্শন গো।
অত্যল্প এ আয়োজন, এতে তুষিবে কজন,
কি কোরে সকল জন, বসাব এখন গো॥

অন্ন। মহর্ষি! তোমার কিছু মাত্র চিন্তা নাই, আমি যে অন্নাদি প্রস্তুত কোরে রেখেছি, তাহাতেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হবে।

কশ্য। এ সামান্য আয়োজনে হবে না মা? লোকের উদর পূর্ণ না হোলে আমার মনস্তাপের পরিসীমা থাক-

বেনা? এককালীন সকলকে আহ্বান না কোরে ক্রমে ক্রমে বসালে ভাল হোতো।

অন্ন। কশ্যপ! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ বোলচি, তুমি কোন চিন্তা কোরোনা। এক্ষণে অগ্রে তুমি বামন-দেবের আহারের উদ্যোগ কোরে দাও, আমি পরি-বেশন কোরে আসি।

কশ্য। জননি! বামনদেবের হবিষ্যান্ন এখন প্রস্তুত হয় নাই, তাহা পশ্চাত হবে।

অন্ন। আমি তাহা প্রস্তুত কোরে রেখেচি, তুমি অগ্রে তথায় গমন কর।

কশ্য। দেবি! যাবদীয় লোকের আহারের অগ্রে বামন-দেবকে আহার করাতে আমি শঙ্কিত হচ্চি।

গীত

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ। তাল আড়াঠেমটা।

কি কারণ ওমা অন্নপূর্ণে বলিছ এমন গো।
সমাগত হোয়েছেন ত্রিলোকের জন গো॥
ব্রহ্মাদি যত অমর, সিদ্ধ চারণ কিন্নর,
মুনি ঋষি বিদ্যাধর, আদি কত জন গো।
অগ্রভাগ কিরূপেতে, বামনেরে দিব খেতে,
অশুভ ভাবি মা এতে, কি করি এখন গো।

অন্ন। মহর্ষি! তুমি সামান্য সাংসারিক মায়ায় মো-হিত হোয়ে এ সময়ে অনর্থক বাক্য ব্যয় কোর্চ্চ কেন? যদ্যপি উপস্থিত দায় হোতে পরিত্রাণ লাভ কোত্তে তোমার বাসনা থাকে, তাহা হোলে আমি যাহা

বোলবো তাহাই কর। যে অন্নাদি আমি প্রস্তুত কোরে রেখেছি, তাহাতে কমলা যতবার দৃষ্টিপাত কোরবেন, সহস্র সহস্র গুণে তাহা বৃদ্ধি হবে। আমি সেই অন্নাদি পরিবেশন কালে দুই হস্তে গ্রহণ কোল্লে, তাহা সহস্র সহস্র হস্তে গ্রহণ করা হবে; একব্যক্তিকে পরিবেশন কোল্লে সহস্র সহস্র ব্যক্তি আহারে পরিতৃপ্তি লাভ কোরবে। অধিক আর তোমাকে কি বোলবো।

কশ্য। জননি! আমার আপনাদের শ্রীচরণ ভিন্ন আর অন্য ভরসা নাই। (স্বগত) হে মধুসূদন! এ বিপদ হোতে পরিত্রাণ করুন।

কম। কশ্যপ! আর তোমার এখানে বিলম্ব করা উচিত হোচ্চেনা, তুমি অগ্রে বামনদেবের আহারের উদ্যোগ কোরে দাও। যজ্ঞেশ্বরের উদ্দেশে বামনদেবকে অন্ন প্রদান করা যাক।

কশ্য। যে আজ্ঞে, তবে আমি চল্লেম।

(কশ্যপের প্রস্থান)

কম। (অন্নপূর্ণার প্রতি) দেবি! আর বিলম্ব করা উচিত হোচ্চেনা; বেলা অধিক হোয়েছে, আমন্ত্রিতগণে ক্ষুধা আর সহ্য কোত্তে পার্চ্চে না।

অন্ন। আর বিলম্ব কি? তুমি পাকগৃহে অবস্থিতি কোরবে চল।

(সকলের প্রস্থান)

গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

( দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক )

রাজ-বর্ত্ম বটবৃক্ষের মুল।

( বিরূপাক্ষ ও লোহিতাক্ষের প্রবেশ )

লোহি। বিরে ! পেট নিয়ে আরতো নোড়তে পার্চ্চিনে ? আমি এই শুলেম ( শয়ন করিয়া ) যাই যে রে ? একটু বাতাস করনা ভাই ?

বিরু। বেশ ! আমারও নাকি শরীর সহজ আছে যে আমি বাতাস কোরবো ?

লোহি। তুই শুবি নাকি ?

বিরু। শোয়া হবেনা, আমার অম্বূলে বাত ; শুলে কষ্ট আরো অধিক হবে।

লোহি। হ্যারা ! রকমখানা কি বল্‌দেখি ? কত জায়গায় নিমন্ত্রণ যাওয়া গ্যাছে, এমন আশ্চর্য্য কাণ্ডতো কোথাও দেখা যায় নাই ?

বিরু। আশ্চর্য্য বোলে আশ্চর্য্য ? তুইতো শেষে গিয়েচিস, তখন থেকে বসা যাচ্চে। আমরা যখন গিয়েছিলেম তখন কেবল দেবতারা এসেছেন, তার পর ক্রমেক্রমে হুই হুই রই রই পোড়ে গেলো। বাবা আর খুড়োমশায় গা টেপা-টিপি কোরে বল্লেন, যে “ কশ্যপ আজ খাস্টমো কোল্লে „

লোহি। ( গাত্রোত্থান করিয়া ) এ কথা তাঁরা কেন বোলেছিলেন, কশ্যপ আজ যে রকম ভোজ দিয়েছে, এমন আর কেও পারবে না।

বিরু। এ কথা বলবার কারণ কি জান, তখন আমরা কিছুই উদ্যোগ দেখতে পাই নাই। এত লোক খেলে তরকারি সাঁতলাবার একটা ছ্যাঁক ছোঁ কি চোঁ চাঁ শব্দ পাই নে।

লোহি। বোলতে কি, কশ্যপ আজ ভারি বুজরুকি দেখিয়ে দিয়েছে? বিরে! যেছুঁড়িটে পরিবেশন কোল্লে, ওটা কে ভাই? ওর পরিবেশন দেখে আমি অবাক হোয়ে গিয়েছি। একসঙ্গে যে লোক খেতে বোসেছিল, যত্তপি বিশ পঁচিশ হাজার লোক পরিবেশন কোত্তো তাহা হোলেও পার্ত্তো কি না সন্দেহ; ছুঁড়িটে দুটি হাত নেড়ে, খুর খুর কোরে এম্নি পরিবেশন কোল্লে, যে একরত্তি ঘামলো না।

বিরু। পরিবেশনের আর একটা আশ্চর্য্য দেখেছিস, এক পাতে পরিবেশন কোত্তে হাজার হাজার পাতে পরিবেশন হোয়েছে।

লোহি। সকলই আশ্চর্য্য দেখা গ্যাচে, একটী হাঁড়ী আর একখানা হাতা নিয়ে পরিবেশন কোল্লে; কিন্তু সেই একটী হাঁড়ীর ভিতর হোতে যে যা চেয়েছ, তাকে তাই দিয়েছে। আমি ছানাবড়া চাইলেম, আমাকে ছানাবড়া দিলে, তুই রসগোল্লা চাইলি, তোকে রসগোল্লা দিলে, সেজো খুড়ো সুক্তো চাইলে, তাঁকে সুক্ত দিলে; কি আশ্চর্য্য ভাই? একটী হাঁড়ীর ভিতর থেকে কাঁচা পাকা সব রকম বার কোরে দিলে। ধন্য! ধন্য! ধন্য! কশ্যপকে ধন্য!

বিরু। ভাই! আজ এ "ধন্য,, রবে কশ্যপের আশ্রম ফেটে যাচ্চে।

লোহি। বাঁরে! এত বকা যাচ্চে, তবুতো পেট কোমচে না ভাই? কাঁচা পাকা দ্রব্যে আজ উদরের ভিতরে যেন রেস্তার গাঁথনি কোরে আসা গেছে।

বিরু! আজ আর জলস্পর্শ কোর্ত্তে পারা যাবে না।

গীত

বাউলের সুর।

খেতে আর হবেনা আজ কিছু ওরে ভাই।
ঘরে গিয়ে শুতে পেলে প্রাণে এখন বেঁচে যাই॥
পেটে খেল্‌চে না হাওয়া, একি হোয়েছে খাওয়া,
খাওয়া নয় এ ভাবতে গেলে যমপুরে যাওয়া,-
প্রাণ বাঁচে না ওরে দাদা প্রাণ কোর্চ্চে যাই যাই॥
তেষ্ণা পেয়েছে ভারি, জল ছুঁতে না পারি,
তিল ধরেনা পেটে আর একি ঝকমারি।
শেষ্ খাওয়া হোয়েছে আজ এমন খাওয়া দেখি নাই॥

লোহি। সুদ্দু আজ! এমন ক দিন অম্নি অম্নি যে যাবে তা বোলতে পাচ্চিনে। অতিরিক্ত আহার কোল্লেই অসুখ হয়, আজ যে প্রকার খাওয়া গ্যাচে, তাতেতো অসুখ মাথার উপর ঘুচ্চে।

বিরু। আমরা এখন লোহার কড়াই খেয়ে হজম কোরে ফেলতে পারি, আমাদের অসুখ কি হ্য়? এ বয়েসে আর সহজ শরীরে, পেটের পীড়া কি নিকটে আসতে পারে?

লোহি। না ভাই, আমার ভয় হোয়েছে? আমার অল্প বয়েসে কেমন একটা অম্বলের রোগ জন্মেছে, তাতে খাওয়া দাওয়া নাই বোল্লেই হোলো; ক্ষুধার নাম থাকে না, সর্ব্বদাই কাঁচা তেঁতুল গেলার মতন উদ্গার উঠ্তে থাকে; খেতে বোসলে, খেতে খেতে ক্রমে বেশ খেতে পারি; তার পর উট্লে ক্রমে পেট ফুল্তে থাকে, আবার পূর্ব্ববৎ অম্বল এসে যোগাড় দ্যায়। এই কশ্যপের আশ্রমে খেয়ে এসে আমার যে কি অসুখ কোর্চ্চে, তা আর বোলে জানাতে পারিনে। অনুভব কোচ্চি, আজবা এ পথে পোড়ে থাক্তে হবে?

বিরু। তা হোলে কি রক্ষা আছে? মড়া মনে কোরে শিয়াল কুকুর এসে পা ধোরে টানা ঠানি কোরবে। এখন আস্তে আস্তে চল, গৃহে গমন করা যাক।

লোহি। চল, তবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক সহ চতুর্থাঙ্ক সমাপ্ত।

—০—০—•—

## পঞ্চমাঙ্ক।

### কশ্যপাশ্রম।

(অদিতি ও কশ্যপ আসীন)

অদি। বামনদেবের পৈতেটীতে আমাদের খুব সুখ্যাতি হোয়েছে; আমার মনে মনে ভারি ইচ্ছে ছিল, যে এ কাজটী একটু ঘটা কোরে কোরবো, তা বোলতে কি? আমার তেম্নি মনের মতন হোয়েছে! কোন বিষয়ে অকলান হয় নি। এত যে লোক জন খেয়েছে

কিন্তু যখনি ভাণ্ডারে গিয়ে দেখেচি, তখনি ভাণ্ডার দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ হোয়ে রোয়েছে। কি দেবগণ কি অসুরনিকর কি যক্ষগণ কি সিদ্ধ চারণ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর; সকল লোকই ধন্য ধন্য কোরেছে।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালী।

ওহে কাহার হয় না কভু এমন।
বল কি ছিল আশ্রমে নাথ তব আয়োজন ॥
হোলো হোলো ভাল রূপে লোকত্রয় তোষণ।
দেব ও যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব নর,
কিন্নর দানব বিদ্যাধর,
চারণ প্রভৃতি শিবচর,
বলিছে ধন্য ধন্য তব কাজে এখন ॥

কশ্য। প্রিয়ে! এ বিষয়ে আমাদের ধন্য ধন্য কিছু মাত্র নাই, অন্নপূর্ণা ও কমলা কৃপাদৃষ্টিপাত কোল্লেন বোলেই রক্ষা হোলো, নতুবা বিপদের আর পরিসীমা ছিল না; ত্রিলোকবাসীদের আহারে পরিতুষ্ট করার কথা আর কি বোলবো, আমি পাঁচটী লোককে উদর পূর্ণ কোরে খাওয়াতে পাত্তেম না।

( বামনদেবের প্রবেশ )

বাম। হে তাত! অবগত হোয়েছি, বহুতর অশ্বমেধ দ্বারা বলিষ্ঠ বলি যজ্ঞ কোর্চ্চেন, ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অর্থাদি প্রদান কোচ্চেন, যদ্যপি আপনি আমাকে অনুমতি করেন, তাঁহা হোলে বলির নিকটে গমন কোরে কথঞ্চিত ভিক্ষা যাচঞা করি।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালী।

ওহে তাত শুনচি হেন শ্রবণে।
বলি আরম্ভ কোরেছে যজ্ঞ তুষিতে ব্রাহ্মণে॥
কর কর অনুমতি যেতে বলি-সদনে॥
তাত হে অর্থহিন বৃথা জীবন,
নির্ধনে অবজ্ঞা করে জন,
সংসারে প্রধান জানি ধন,
আনিব ধন আমি তব দুঃখ মোচনে॥

অদি। বামন! আমি তোমাকে তথায় গমন কোত্তে নিষেধ করি, সে দুরাচার আমার পুত্রগণের সমস্ত অধিকার গ্রহণ কোরেছে; ইন্দ্রাদি অমরগণ দেবরাজ্য পরিত্যাগ কোরে লুক্কাইত ভাবে আছেন, তুমি যে আমার গর্ভজাত, ইহা সে দুরাচার শ্রবণ কোল্লে, তোমার অনিষ্ট সাধনের জন্য বিশেষ অন্বেষণ কোরবে।

বাম। জননি! এমত কখন হোতে পারেনা, আমি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কালাতিপাত কচ্চি, আমার প্রতি দৈত্যরাজের দ্বেষের কোন হেতু নাই। আপনি আমাকে অনুমতি করুন, আমি সত্বরেই বলির যজ্ঞস্থলে গমন করি।

কশ্য। বাপু! ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার অপত্য, দৈত্যদিগের সহ দেবগণের বৈরিত্ব ভাব; একারণ বলির যজ্ঞে

তোমার যাচঞা কোত্তে যাওয়া কোনক্রমেই বিধেয় নহে ?

বাম। পিত ! দানশীল ব্যক্তিগণ দানের সময়ে কাহাকে বৈরি বিবেচনা করেন না। ব্যক্তি বিশেষে তাঁরা যথা যোগ্য দান দিয়ে থাকেন। আমি ভিক্ষুকরূপে দৈত্য-রাজ বলির নিকটে সমাগত হোলে তিনি অবশ্যই আমার মনোরথ পূর্ণ কর্বেন।

কশ্য। বৎস ! আমার যে বৃত্তি আছে, তাহাতে আমাদের সচ্ছলরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ হোতে পারবে ; দৈত্য-রাজের নিকটে তুমি ভিক্ষুকরূপে গমন কোল্লে, জন-সমাজে আমাদের অত্যন্ত হেয় হোতে হবে।

বাম ! পিত ? আপনাকে যে কোন কথা বলি, আমার সে জ্ঞান নাই ; তবে আপনার অনুগ্রহে আমি যে সামান্য জ্ঞানলাভ কোরেছি, তদ্দ্বারা, অনুভব করি, যে ব্রাহ্ম-ণের পক্ষে যাচঞা হেয় নহে। যখন উপনয়ন কালে "ভবতি ভিক্ষাংদেহি ,, বোলতে হয়; তখন ভিক্ষাই ব্রাহ্মণের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের হেতু বিবেচনা কোত্তে হবে। তৎপর যদিচ আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় আছে, তথাচ ধনসঞ্চয় করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কার্য্য আপনি প্রসন্নমনে আমাকে অনুমতি করুন, আমি দানবেন্দ্র মহাদানশীল বলির নিকট গমন করি।

কশ্য। ( অদিতির প্রতি ) প্রিয়ে ! বামনদেবের বাক্য শুনে শ্রবণ সফল হোলো; আমি যেমন দীনদুঃখী; বামনদেব আমার তেমি পুত্র বটে, অনুভব করি, বামনদেব হোতে আমরা পরম সুখে থাকবো ,

অদি। ভগবান আমার বামনদেবকে চিরজীবি করুন।

গীত।

রাগিণী পাহাড়ী ঝিঁঝিট। তাল আড়া ঠেকা।

হায়! বিধি কোরেছেন কি সুখী আমার মন।
সন্তান যা দিয়েছেন তাহা অমূল্য রতন॥
এ কেবল কৃপা তাঁর, তিনি করুণাআধার,
অধিক কি কব আর, এই প্রার্থনা এখন!
অনুক্ষণ যেন মন, চিন্তে তাঁর শ্রীচরণ,
চিরজীবী পুত্রধন, হয় এই নিবেদন॥

বাম। (কশ্যপের প্রতি) পিত! আর বিলম্ব কোচ্চেন কেন? আমাকে অনুমতি করুন, আমি প্রস্থান করি।

কশ্য। বৎস। তোমাকে অধিক আর কি বোলবো, প্রস্থান কর; কিন্তু তথায় যেন কোন বিপদ উপস্থিত না হয়। তুমি যাবৎকাল প্রত্যাগমন না কোরবে, আমরা তাবৎকাল তোমার আসাপথ চেয়ে রইলেম।

বাম। তজ্জন্য কোন চিন্তা কোরবেন না; তবে আমি আসি এখন।।

(বামনদেবের প্রস্থান।

কশ্য। (অদিতির প্রতি) আমিও সন্ধ্যা বন্দনাদি করি গিয়ে, তুমিও গৃহকার্য্যে সত্বরা হও।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চমাঙ্ক সমাপ্ত।

## ষষ্ঠ অঙ্ক।

---

নর্ম্মদার উত্তর তট ভৃগুকচ্ছ ক্ষেত্র।

(ঋত্বিকগণ সহ বলিরাজা আসীন)

(বামনদেবের প্রবেশ)

বলি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আসিতে আজ্ঞা হোক, চরিতার্থ লাভ কল্লেম, প্রণাম হই। (প্রণাম করিয়া) পিতৃপুণ্য ও দেবতা প্রসন্ন ভিন্ন এমত ভাগ্যোদয় হোতে পারেনা, আসন গ্রহণ কোরে কৃপা প্রকাশ করুন।

বাম। জয়স্তু (বলিয়া আসনে উপবেশন)

বলি। (স্বগত) এমত রূপতো কখন দেখি নাই, সাক্ষাৎ দিবাকর কি এ যজ্ঞস্থলে এসে উদিত হোলেন? না অনল কি সনৎকুমার আগমন কোল্লেন? এর অঙ্গের দীপ্তিতে ঋত্বিকগণ সকলেই এককালে হতপ্রভ হোয়ে গ্যাচেন। (ক্ষণেক পরে) কি অভিপ্রায় এখানে আগমন কোরেছেন, প্রথমতঃ ইহা জানা আমার আবশ্যক হোয়েছে; তৎপর যদ্যপী কোন অভিলাষ কোরে এসে থাকেন, তাহাহলে প্রচুর ধনদ্বারা এঁর সন্তোষ সাধন কোরবো। (প্রকাশ্যে) হে ব্রহ্মণ! আপনার আগমন কোথা হোচ্চে, তাহা জান্তে আমি বিশেষ ইচ্ছুক হচ্চি, যদ্যপি কৃপা প্রকাশ কোরে ব্যক্ত করেন, তাহা হোলে চরিতার্থ লাভ করি।

গীত।

রাগিণী পাহাড়ী ঝিঁঝিট। তাল আড়াঠেকা।

হায়! হে বামনদেব নিবেদন শ্রীচরণে।
হতেছে গমন কোথা শুনিতে বাসনা মনে॥
কৃপাকণা বিতরণ, যদি করেন এখন,
তাহলে এ দীনজন, লভেহে সন্তোষ মনে॥
অধিক কি আর কব, হেরিয়ে ও পদ তব,
ভাবি বিফল বিভব, বলিতেছি কায়মনে॥

বাম। মহারাজ! আপনার যজ্ঞ দর্শনার্থে এখানে আগমন কোরেছি।

বলি। ইহাপেক্ষা আর আমার ভাগ্যোদয় কি আছে? হে শ্রেষ্ঠ! আমার অনুভব হোচ্ছে, আপনি ব্রহ্মর্ষিগণের সাক্ষাৎ তপস্যা স্বরূপ; আপনি আমার যজ্ঞস্থলে আগমন করায় আমার পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ কোরেছেন, আমার কুলপবিত্র হোয়েছে, আমার যজ্ঞও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হোলো। অগ্নি সমুহও যথাবিধি হুত হোলেন। হে বিপ্রতনয়! আপনার পদ প্রক্ষালিত সলিলে আমার সর্ব্বপ্রকার পাপ ধৌত, এবং আপনার সুকোমল ক্ষীণ চরণকমল স্পর্শে আমার এ ভুমি পবিত্র কৃতা হোলো। হে দ্বিজনন্দন! আমি অনুভব কচ্চি, আপনি কোন অভিলাষ সূত্রে আমার এ যজ্ঞস্থলে পাদার্পণ কোরেছেন; আপনার বাসনা ব্যক্ত কোল্লে আমি তদ্বিষয়ে সত্বর হই। হে পূজ্যপাদ! গাভি, সুবর্ণ, উত্তম আবাস, সুমিষ্টান্ন, কন্যা, গ্রাম, আর করি,

অথবা বিমান; আপনার যাহা অভিলাষ হয় গ্রহণ করুন।

বাম। হে রাজন! আপনার সমুহ বাক্যই সুনৃত, ধর্ম্ম যুক্ত ও যশস্কর, আপনি যে কুলে জন্মগ্রহণ কোরেছেন, বাক্যও তদুপযুক্ত বটে, আর তাহা না হইবেই বা কেন? ভৃগুগণকে ও আপনার পিতামহ কুলশ্রেষ্ঠ সুধীর পরম বৈষ্ণব প্রহ্লাদ কে, আপনি পারলৌকিক ধর্ম্মে প্রমাণ পেয়েছেন। হে দানবেন্দ্র! আপনাদের এ দানবকুলে এমত নিঃসত্ব অথবা কৃপণ কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই, যে অঙ্গিকার কোরে কোন ব্রাহ্মণকে প্রত্যা-খ্যান কোরেছেন। হে অনঘ! দান অবসরে কিম্বা সমর সময়ে অর্থি কর্ত্তৃক প্রার্থিত হোয়ে পরাঙ্মুখ হয়, এমত কোনব্যক্তি আপনাদের কুলে নাই। আকাশে যেমত নক্ষত্রনাথ শশধর দীপ্তি প্রকাশ কোচ্চেন, সেইরূপ মহাত্মা প্রহ্লাদ অতুল্য যশে উদ্দ্যোতিত হোয়ে আ-ছেন। অপর আপনার এই বিখ্যত কুলে মহাবলিষ্ঠ হিরণ্যাক্ষ জন্মগ্রহণ করত গদাধারণ পূর্ব্বক দিগ্বিজয়ার্থে একাকি সমস্ত লোকে ভ্রমণ কোরে, প্রতিযোদ্ধা প্রাপ্ত হন নাই। হে সত্যব্রত! ভগবান বিষ্ণু যে সময়ে ক্ষিতি উদ্ধার করেন তৎ সময়ে অতিকষ্টে সেই হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন। তৎপরে হিরণ্যকশিপু ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে ভ্রাতৃহন্তার প্রাণ হরণার্থে গমন ক-রায়, ভগবান তাঁহার নাশারন্ধ্র দিয়া প্রবেশ করত লুক্কা য়িত হইয়াছিলেন। হে বিরোচন-তনয়! আপনার

পিতা প্রহ্লাদ-নন্দন বিরোচন; এমত দ্বিজ সেবানুরক্ত ছিলেন, যে আপনার বৈরি যানিতে পারিয়াও যাচিত হওয়াতে কপট ব্রাহ্মণবেশধারী অমরগণকে আপনার পরমায়ু প্রদান কোরেছিলেন। আপনিও গৃহমেধি ব্রাহ্মণ ও অগ্রজ শূরগণ, তথা অপর অপর উদ্দাম যশস্বি মহাত্মাগণের আচরিত ধর্ম্মাশ্রয় কোরে আছেন। হে দৈত্যরাজ! আমি বিশেষ জানি, আপনার নিকট ভিক্ষার্থি বৈমুখ হয় না, একারণ আমি আপনার এ যজ্ঞে সমাগত হোয়ে প্রার্থনা কর্চ্চি, আমার এই পদের তিন পদ পরিমাণ ভুমি প্রদান করত আমার অভি-লাষ সংপুরণ করুন। হে দৈত্যেন্দ্র! আপনি সকল লোকের ঈশ্বর সত্য; কিন্তু আপনার সমীপে আমার ইহা ব্যতীত অন্য অভিলাষ নাই; জ্ঞানশীল ব্যক্তি যাবৎ বিষয়ে প্রয়োজন, তাহাই প্রতিগ্রহ করেন; তাহাতে পাপভাগী হন না।

বলি। হে বিপ্র-নন্দন! আপনি যে সকল কথা বোললেন, তাহা অতি বৃদ্ধ ও জ্ঞানশীল ব্যক্তিগণেই বলিয়া থা-কেন। তুমি বালক; তোমার বুদ্ধি অজ্ঞের সদৃশ, স্বার্থ বিষয়ে তোমার বোধ রহিত। কি খেদের বিষয়; আমি সকললোকের অধিপতি; আমি মনে কোল্লে সহজেই একটা দ্বীপ প্রদান কোত্তে পারি। আপনি আমার নিকট বহুল বাক্যের আড়ম্বর কোরে, শেষে এই যৎ সামান্য ত্রিপাদ মাত্র ভুমি প্রার্থনা কোল্লেন? প্রচুর পরিমানে বৃত্তিকরী ভুমি প্রার্থনা করুন।

গীত।

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ।তাল কাওয়ালী।

করিলেন যে প্রার্থনা নহে সে শোভন।
তুমি বালক হে কব কিবা আর,
প্রাথনা বল কি পুনর্ব্বার,
চাহ হে চাহ হে চাহ হে ধন।
তুমি যাহা চাবে তাহা দিব হেন মম মন॥

বাম। হে রাজেন্দ্র! যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয় ও তৃষ্ণার অধিন; ত্রিলোক মধ্যে যাবদীয় প্রিয়তর বিষয়াদি আছে, তৎসমুদায়ও তাহাকে পরিতৃপ্ত কোত্তে পারেনা। যে ব্যক্তি ত্রিপাদ পরিমিত ভুমি প্রাপ্ত হোয়ে তৃষ্ণার পরবর্ত্তী হোয়ে থাকে, সে একটী দ্বীপ প্রাপ্ত হোয়ে কি রূপে তৃপ্তি লাভ কোত্তে পারবে? তৃষ্ণাশক্ত ব্যক্তি একটী দ্বীপ প্রাপ্ত হোলে, নববর্ষ সহ সপ্তদ্বীপ লাভে অভিলাষ করে। বৈণ্য, গয় প্রভৃতি ভুপতিগণ সপ্তদ্বীপ লাভ কোরেও অর্থ ও কাম দ্বারা তৃষ্ণার অন্ত লাভ কোত্তে পারেন নাই। যে ব্যক্তি যদৃচ্ছা লব্ধ বিষয়ে সন্তোষলাভ কোরে থাকেন, তিনিই সুখী; অসন্তুষ্ট অজিতাত্মা ব্যক্তি ভুবন প্রাপ্ত হোলেও সন্তোষ লাভ কোত্তে পারেন না। পণ্ডিতেরা বোলেছেন, অর্থ ও কাম বিষয়ে যে অসন্তোষ, তাহাই পুরুষের সংসৃতির মূল ও যদৃচ্ছা লাভে যে সন্তোষ, তাহাই মুক্তির কারণ। হে দৈত্যেন্দ্র! যদৃচ্ছা লাভে সন্তোষলাভ কোল্লে ব্রাহ্মণের তেজের উন্নতি হয়;

নতুবা সলিলে যেরূপ অনল নির্ব্বাণ হয়, তাহার তুল্য অসন্তোষে বিপ্রের তেজঃ হীন হইয়া ধ্বংস হয়। হে রাজন! আমি কেবল ত্রিপাদ ভূমিই আপনার সমীপে প্রার্থনা কর্চ্চি, তাহা প্রাপ্ত হোলেই কৃতার্থ লাভ কোরবো। প্রয়োজন মত বিত্তই পরম সুখ, অতিরিক্ত ধনেই কষ্ট সাধন হোয়ে থাকে।

বলি। তবে আর আপনাকে কি বোলবো, আপনার যাহা ইচ্ছা হয় গ্রহণ করুন।

শুক্রা! হে রাজন! এই যে খর্ব্ব দ্বিজটীকে দর্শন কোচ্চেন, ইনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু; দেবতাদের কার্য্য সাধন করবার জন্য ইনি অদিতির গর্ভে অবতার গ্রহণ কোরেছেন। তুমি কেন ইঁহাকে ভূমি দান দিতে অঙ্গিকার কোল্লে? আমার অনুভব হোর্চ্চে, আর তোমার শ্রেয় নাই; দৈত্য দিগের সকল সুখ এককালে তিরোহিত হোলো! হে দৈত্যেন্দ্র! এই বামনদেব তোমার স্থান, ঐশ্বর্য্য, শ্রী, তেজঃ, যশ, বিদ্যা গ্রহণ কোরে বাসবকে প্রদান কোরবেন; ইনি সামান্য মানব নহেন; আমি নিশ্চিত বোলচি; ভগবান হরি এ বামনদেব রূপে আবির্ভাব হোয়েচেন। হে বিরোচন-তনয়! তুমি ত্রিপাদ পরিমাণভূমি প্রদান কোত্তে প্রতিজ্ঞা কোচ্চ সত্য; কিন্তু ইনি ত্রিপাদ পরিমাণ ভূমিতেই তোমার সর্ব্বলোক গ্রহণ কোরবেন, কারণ ইনি বিশ্বমূর্ত্তি।

বলি। হে কুলগুরো! ভগবান নারায়ণ যদি আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করেন, তাহাপেক্ষা আর কি ভাগ্যোদয় আছে বলুন?

গীত !

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ । তাল কাওয়ালী ।

কুলগুরো বলিতেছি বিনয়ে চরণে ।
দেব দেবেশ হে হরি ভগবান,
সর্ব্বস্ব যদিহে তিনি লন দান,
কি আছে কি আছে তা হোতে আর ।
মম ভাগ্যরূপ তরু হবে সফল এক্ষণে ॥

শুক্র। (কোপিত হইয়া) রে মূঢ় ! বিষ্ণুকে যথাসর্ব্বস্ব প্রদান কোরে তুই কোথা থাকবি বলদেখি ? ইনি এক পদে পৃথিবী, অপর পদে স্বর্গ অধিকার কোরবেন, ইহার বিপুল কলেবরে গগণমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হবে, তৃতীয় পদের ভূমি দান কোত্তে আর তোর শক্তি থাকবেনা, তুই অঙ্গিকার কোরে, অঙ্গিকার রক্ষা কোত্তে না পাল্লে, সহজেই তোর নরকে বাস হবে । আমি তোর পুরোহিত বোলে মঙ্গল চিন্তা কোরে থাকি । রে মূঢ় ! যে বিষয়ে আপনার বৃত্তি-বিপন্ন হয়, এমত দানকে যশের বোলে প্রশংসা কোত্তে পারা যায়না । যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, যশ, অর্থ, কাম, এবং স্বজন এই পাঁচের জন্য আপনার বিত্ত পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন, সেই ব্যক্তিই ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ লাভ কোরে থাকেন ।

বলি ! হে গুরো ! এ শুভকার্য্যে আপনি ব্যাঘাত দিবেন না, আমি যে ত্রিপদ পরিমাণ ভূমি প্রদান কোরবো, এমত অঙ্গিকার কোরেছি, আমার জীবন থাক্তে আমি সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কোত্তে পারবো না ।

শুক্রা। দেখ, প্রতিজ্ঞা কোরে কি প্রকারে মিথ্যা বোলবো এ ভাবনা তুমি পরিত্যাগ কর। স্ত্রীবশী-করণ, পরিহাস, বিবাহে বরাদির প্রশংসা, বৃত্তিরক্ষা, প্রাণসঙ্কট; এই সকল সময়ে, এবং গো ব্রাহ্মণার্থে ও গো ব্রাহ্মণের হিতার্থে, কাহারো হিংসা উপস্থিত হোলে অনৃতকথন দোষের হয় না।

বলি। গুরো! আপনি যাহা বোল্লেন, তাহা অসত্য নহে, যাহাতে কোন সময়ে অর্থ, কাম যশ, ও বৃত্তির ব্যতীক্রম নাহয়, গৃহস্থ লোকের তাহাই ধর্ম্ম; কিন্তু আমি ধীমান প্রহ্লাদের পৌত্র, "দিব" বোলে প্রতিজ্ঞা কোরে সামান্য লোকের তুল্য বিত্তলোভে ব্রাহ্মণকে কি রূপে প্রত্যাখ্যান করি? তৎপর মিথ্যা বাক্যের অপেক্ষা আর অধর্ম্ম নাই। পৃথিবী বোলেচেন, "আমি সকল ভারই বহন কোত্তে পারি, কিন্তু মিথ্যাবাদীকে বহন কোত্তে আমার অসহ্য কষ্ট হয়" হে কুলগুরো! বিপ্র-প্রলোভন হোতে আমি যেমত ভীত হই, নিরয় হোতে, দুঃখার্ণব হোতে, নিস্ব হোতে, স্থানভ্রষ্ট হোতে ও মৃত্যু হোতে আমার তাদৃশ ভয় হয় না। ইহলোকে ক্ষিতি প্রভৃতি যে কিছু পরিদৃষ্ট হোয়ে থাকে, সে সমুদায়ই মৃত্যু পুরুষকে পরিত্যাগ কোরবে? একারণ আমি বিবেচনা করি, মনুষ্যের জীবিতাবস্থায় দানাদি করাই প্রধান কার্য্য। হে দৈত্যাচার্য্য! আপনি যদি বলেন, যে "সমুদায় প্রদান কোল্লে বৃত্তি-সঙ্কট হবে, তৎপরিহারার্থ অর্দ্ধাংশ প্রদান কর" তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এই, তাহাতে যদ্যপি ব্রাহ্মণের সন্তোষ

লাভ না হয়; তবে সে দানে কি ফল আছে বলুন? বামনদেব যাহা যাচঞা কোরেছেন, তাহাপেক্ষা অল্প দান কোল্লে, তাহাতে উনি সন্তোষিত হলেন না; সহজেই আমার দানের ফল ব্যর্থ হবে। হে গুরো বামনদেব যাহা প্রার্থনা কোরেছেন, আমার বিবেচনায় তাহা সত্বরেই প্রদান করা উচিত হোচ্চে।

শুক্রা। (স্বগত) এব্যাটা উচ্ছন্ন গ্যালো দেখ্‌চি, মতিছন্ন ধোরেচে বোলেই আমার বাক্য লংঘন কোর্চ্চে।

বলি। হে ভার্গব! দধ্যঞ্চ, শিবি আদি সিদ্ধ পুরুষেরা প্রাণ পরিত্যাগ কোরে প্রাণিগণের উপকার কোরেচেন; সামান্য ভূমি প্রদান কোত্তে কালবিলম্ব করা আর কোনমতেই উচিত হয় না। যে সকল সমরজয়ী দৈত্যরাজরা ক্ষিতি ভোগ কোরেছিলেন, মৃত্যু তাহাদের ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই বিনষ্ট কোরেছেন; কিন্তু পৃথিবীতে তাঁরা যে যশঃ সঞ্চয় কোরেছিলেন মৃত্যু এ পর্য্যন্ত তাহার নিকটে গমন কোত্তে পারেন নাই। হে কবি! আপনাকে অধিক আর কি বোলবো, মনুষ্যের যশঃলাভ করা সর্ব্বতো মতেই বিধেয়।

শুক্রা। (স্বগত) দুর্ব্বুদ্ধি পরবশে সর্ব্বনাশ কোল্লে দেখচি।

বলি। হে দৈত্যাচার্য্য! আমি অনুভব করি, দেহ ত্যাগ অপেক্ষা ধনত্যাগে বিশেষ যশঃ লাভ হয়। যুদ্ধে প্রাণত্যাগ কোরেছে এমত বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু সৎপাত্রে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব বিতরণ কোরেছে এমত ব্যক্তি অতি বিরল। হে ভগবন! সামান্য অর্থির বা-

সনা পূরণার্থে যদি নিস্ব হোতে হয়, তাহাও সদাচার মনস্বি ব্যক্তির শ্রেয় কার্য্য। হে গুরো! আপনার তুল্য ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের বাসনা পূরণার্থে যদি নিস্ব হোতে হয়, তাহা অবশ্যই শ্রেয় হবে, আপনি অনুমতি করুন আমি অবিলম্বেই বামনদেবকে ত্রিপদ পরিমাণ ভুমি প্রদান করি।

গীত।

রাগিণী বিভাস। তাল আড়াঠেকা।

কুলগুরো অনুমতি করুন প্রসন্ন মনে।
প্রদান করিব আমি ত্রিপদ ভুমি বামনে॥
নিস্ব যদি হোতে হয়, করিব দান নিশ্চয়,
ভাবিবনা ক্ষণ ভয়, ভাবিয়াছি মনে।
দেহান্ত ধনান্ত দ্বয়, ধনত্যাগে যশঃ হয়,
তব অবিদিত নয়, কিছুই ধীমান।
সৎপাত্রে করিব দান, কর অনুমতি দান,
রাখহে দীনের মান, ধরি শ্রীচরণে।

শুক্রা। (দীর্ঘ নিশ্বাষ পরিত্যাগ করিয়া স্বগত) দুর্ভার্গ হবার পূর্ব্ব লক্ষণ হোয়েছে, রাজলক্ষ্মী, বারি ও গ্রহ-দেবগণ কখন স্থির থাকেন না।

বলি। হে গুরো! আপনি নিরব হোয়ে রইলেন কেন? আপনারা বেদবিদ্যায় দক্ষ, আপনারা শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক যাগ যজ্ঞ সহকারে যাঁর আরাধনা কোরে থাকেন, এই বামনদেব সেই নারায়ণ হউন, কিম্বা আমার পরম বৈরিই হউন, আমি ইঁহাকে ত্রিপদ পরিমাণ ভুমি অবশ্যই প্রদান কোরবো! আমি নিরপরাধী,

যদ্যপী ইনি অধর্ম্মদ্বারা আমাকে আবদ্ধ করেন, তথাচ আমি এ ভীত ব্রাহ্মণ বেশধারী রিপুর কোন প্রকার হিংসা কোরবো না।

শুক্রা। ওরে! তুই নিতান্ত অজ্ঞ, পণ্ডিতাভিমাণী হোয়ে আমাকে অবজ্ঞা কোরে আমার শাসন লঙ্ঘন কর্চ্চিস, এই মহদ্দোষে সত্বরেই তুই শ্রীভ্রষ্ট হবি।

বলি। গুরো! আপনার এ অভিসম্পাতে আমি ভীত হর্চ্চিনে, আমি প্রতিজ্ঞা কোরেছি, অবশ্যই তাহা প্রতি পালন কোরবো।

শুক্র। (স্বগত) উচ্ছন্ন যাও, আমি তোর বিস্তর হিতান্বেষণ কোরেছিলেম, অদেষ্টে বিধাতা দারুণ দুঃখ লিখেছেন, কে তাহা নিবারণ কোত্তে পারে?

বলি। হে দেব! আপনি রুষ্ট হোলে আমার দানাদি সকল কার্য্যই বৃথা হবে। আপনি সদয় থাকলে কোন বিপদ আমাকে স্পর্শ কোত্তে পারবে না।

গীত

রাগিণী বিভাস। তাল আড়াঠেকা।

হে গুরো হতেছ রুষ্ট কি কারণে বল।
কুকার্য্য করিনে কোন একার্য্য সকল॥
অধিক কি আর কব, ধরিতেছি পদে তব,
তুমি রুষ্ট হোলে সব, হইবে বিফল।
প্রসন্নতা আপনার, কি আছে সমান তার,
যাহে বিপদ আকার, দেখিনে কখন।
কৃপা কর কৃপাকর, কর দেব ক্রোধান্তর,
মনের সন্তাপ হর, ও পদ কমল॥

শুক্রা। বিপদ তোর মাথার উপর ঘুচ্চে, আমি সদয় থেকে কি কোরবো? আমি যে সদয় থাক্‌বো, তুই কি আ-মার সে মুখ রাখলি?

বাম। মহারাজ! অঙ্গীকার রক্ষা নাকরা অপেক্ষা মহাপা-তক নাই, আর দানকালীন বাক্‌বিতণ্ডা করাও শাস্ত্র বিরুদ্ধ; আপনি জ্ঞানী বিবেচক এবং সত্য-প্রতিজ্ঞ; আপনাকে কোন কথা বলাও সে বাহুল্য মাত্র; এক্ষণে যাহা বিহিত হয় করুন।

বলি। শুভকর্ম্মে আর বিলম্ব কি আছে? আপনার পাদ ধৌত কোরে দিয়া অভিপ্রেত সিদ্ধ কোরবো চলুন।

বাম। বিশেষ সন্তোষিত হলেম, তবে চলুন।

বলি। (শুক্রাচার্য্যের প্রতি) গুরো! অনুমতি করুন, বামন-দেবকে ত্রিপাদ ভূমি প্রদান করি গিয়ে।

শুক্রা। আমার অনুমতির অপেক্ষা কি আছে? তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর।

(বামনদেব ও বলির প্রস্থান)

শুক্রা। (স্বগত) আর রক্ষানাই, এবার উচ্ছন্ন গ্যালেন, দেবগণ সহজেই নিষ্কৃতি লাভ কোল্লে; কি দুর্বুদ্ধি কি দুর্ম্মতি; এমত সুখসৌভাগ্য স্বইচ্ছায় লোপাপত্তি কোল্লে। আমার অনুজ্ঞা ব্যতীত পূর্ব্বে কোন কার্য্যই কোত্তনা, অদ্য আমাকেও উপেক্ষা কোল্লে। (ক্ষণেক পরে) ভেবে আর কি কোরবো, যা হবার তাই হোলো, অদৃষ্টের লিপী কেহই খণ্ডন কোত্তে পারেনা। (ক্ষণেক পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আমি এত কোরে বুঝালেম, এত নিষেধ বাক্য বোললেম,

আমার কথার দিকে কর্ণপাতও কোল্লেনা ? একি আমার অল্প মর্ম্মান্তিক হোয়েছে। (ক্ষণেক পরে) এখানে থেকে আর কি কোরবো, কি সর্ব্বনাস হয়, অন্তর হোতে দেখি গিয়ে। ১।

(শুক্রাচার্য্যের প্রস্থান)

ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত।

---

সপ্তমাঙ্ক।

বলিরাজার যজ্ঞস্থলের প্রান্তভাগ।

(বিদ্যালঙ্কার ও তর্কালঙ্কারের প্রবেশ)

তর্ক। ওহে বিদ্যালঙ্কার! আর এখানে কেন? খাওয়া খোয়ার বিষয়ে সব তো নিকেশ হোয়ে গ্যালো।

বিদ্যা। কেন বল দেখি?

তর্ক। সেই যে বটু ব্রাহ্মণটী এসে বলিরাজার নিকটে ত্রিপাদ ভূমি যাচঞা কোরেছিল, আমরা তাঁর প্রার্থনা শুনে

---

(১) কথকেরা কথকতা ছলে বলিরাজার বামনদেবকে ত্রিপাদ ভূমি প্রদানের কালীন শুক্রাচার্য্য গাড়ুর নলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, এমত বর্ণনা করেন, এবং বামনদেবের পদধৌতের সময়ে তাহাতে জল নিঃসৃত হয় নই বলিয়া ভগবান কুশদ্বারা আঘাত করায় তাহাতে শুক্রাচার্য্যের একটী নেত্র অন্ধ হয়, এমতও বলেন, কিন্তু ভাগবত মধ্যে সে সকল বর্ণনা নাই ; একারণ আমি সে অংশ পরিত্যাগ করিলাম, পাঠক মহাশয়েরা ইহাতে যদ্যপি আমার অপরাধ বোধ করেন তাহা ক্ষমা করিবেন।

যেমন শরীর তেম্নি আশয়ও অনুভব কোরেছিলেম!
তাঁর সে শরীর ও আশায় ক্ষুদ্র নহে; তিনিই আমা-
দের অদৃষ্টে ভীতের অঙ্গুলী প্রদান কোল্লেন।

বিদ্যা। কি হোয়েছে সেটা স্পষ্ট কোরে বল দেখি?

তর্ক। আর মাথামুণ্ডু বোলবো কি? বলবার আর কিছুই নাই, এতটা পথ যে চোলে এলেম, সে কেবল পণ্ড-শ্রম হোলো। মনে কোরেছিলেম, বলিরাজা একজন প্রধান দানশীল ব্যক্তি, ব্যক্তি বিশেষে বিশেষ রূপে দান কোরবেন। চিরকালটা দুঃখে কালাতিপাত করা যাচ্ছে, এবার আর সে দুঃখ থাকবে না। (ক্ষণেক পরে) ভেবেছিলেম, যা কিছু পাবো, কতক ব্রহ্মত্ব জমী কিনে অন্নচিন্তা ভাবনা ঘুচাব; সে সব এককালে ফর্ষা হোয়ে গ্যালো।

বিদ্যা। কি হয়েছে, আপনি অগ্রে সেই কথাটা বলুননা?

তর্ক। আমার মাথা হোয়েছে, আর আপনার মুণ্ডু হোয়েছে। (ক্ষণেককাল নিরব হইয়া) আসবার সময় ব্রাহ্মণী বোলেছিল, যে চিরকাল পিতলের বালা হাতে দিয়ে এয়ত্ব রেখে আসচি, এবার আমাকে দু ভরি দশভরি সোণা দিও। সে আগতুলেই এই সর্ব্বনাশ কোরেচে।

বিদ্যা। আপনি মহারাজ বলির যজ্ঞে এসে, এত হতাশ হোচ্চেন কেন? বলিরাজা একজন প্রধান দাতার মধ্যে গণনীয়, এখানে বৈমুখ হোতে হবেনা।

তর্ক। সেব্যাটা প্রধান দাতা বলেই তো সর্ব্বনাশ কোল্লে। তা না হোলে এত কেঁদে মোরবো কেন?

বিদ্যা। কি কোরেছে সেটা বলুন দেখি শোনা যাক!

তর্ক। যে বটু ব্রাহ্মণটী ত্রিপাদ ভূমি যাচঞা কোরে ছিলেন, তিনি সামান্য ব্রাহ্মণ নহেন, দেবগণের হিত সাধনার্থে সাক্ষাৎ ভগবান ত্রিবিক্রম বামনদেব রূপে অবতার গ্রহণ কোরেছেন; বলিরাজা যখন তাঁর পাদ প্রক্ষালন করায়ে ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণ কোত্তে বোললেন, সে সময়ে তিনি এক পদে মর্ত্য এবং দ্বিতীয় পদে স্বর্গ অধিকার কোরে লয়েছেন; এক্ষণে দৈত্যরাজ তৃতীয় পদের স্থান আর প্রদান কোত্তে পার্চ্চেন না, ভগবান পুনঃ পুনঃ তাহাই প্রার্থনা কোর্চ্চেন। আমাদের বা-মনে কপাল যে কি পোড়া, তা আর বোলে জানাতে পারিনে; আশা, ভরসা সকলই এককালে ফর্বা হোয়ে গ্যাচে, এখন আস্তে২ চল, গৃহে প্রস্থান করা যাক।

বিদ্যা। ওহে! বলিরাজা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, স্বর্গ মর্ত্ত্য দান কোরেচে বোলে তাতে অত হতাশ হোর্চ্চ কেন? আমরা না হয় ভূমিদানটাতেই বঞ্চিত হলেম, মণি মুক্ত ও রত্নাদি তো পেতে পারবো? ভগবান আর তো তাহা গ্রহণ করেন নাই?

তর্ক। তাহা যদিচ এখন তিনি গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু বলি রাজা তৃতীয় পদের ভূমি দান কোত্তে না পাল্লে তাহার পরিবর্ত্তে সে সকলই গ্রহণ কোরবেন।

বিদ্যা। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য আমাদিগকে নিমন্ত্রণের লিপী দিয়ে যজ্ঞে আহ্বান কোরেছেন, যদিচ তৃতীয় পাদ ভূমির পরিবর্ত্তে ভগবান বলিরাজার রত্নাদি গ্রহণ করেন তাহা হোলে দৈত্যাচার্য্য তাহার পূর্ব্বে আমাদের জন্য

কথঞ্চিত রত্নাদি রাখবেন নতুবা তিনি কি আর লোকালয়ে মুখ দেখাতে পারবেন? না অন্য কোথাও একটা কার্য্য হোলে তাঁকেই নিমন্ত্রণের লিপী দেওয়া যাবে?

তর্ক। শুক্রাচার্য্যের আজ আর সে আদর নাই, তিনি হতমান হোয়ে বলিরাজাকে অভিসম্পাত কোত্তে কোত্তে প্রস্থান কোরেছেন!

বিদ্যা। কি সর্ব্বনাশ! এতদূর হোয়ে উঠেছে।

তর্ক। শ্রাদ্ধ গড়াতে আর বাকি নাই।

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল খেমটা।

শ্রাদ্ধ গড়ালো যেমন।
বোলতে কি দেখেনি কেহ কখন এমন।
জল ঝরিছে গুরুর চক্ষে, হানিছেন কর বক্ষে,
বলির আর নাহি রক্ষে, মজিল এখন।
বোলতে কি ডেকে বলি, শতবার হেঁকে বলি
যেমন এ দাতা বলি, নাহিক তেমন।

বিদ্যা। হ্যাঁহে তর্কালঙ্কার! বামনদেবের সেইতো ক্ষুদ্র আকার দেখা গ্যাছে, তাতে এক পদে স্বর্গ অপর পদে মর্ত্ত্য কেমন কোরে অধিকার কোল্লেন?

তর্ক। এখন আর বামনদেবের সে ক্ষুদ্র আকার নাই, ক্ষিতি, শূন্য, দিক, স্বর্গ, বিবর, সমুদ্র, পশু, বিহঙ্গ, দেব এবং ঋষি সকলই সেই মূর্ত্তিতে অবস্থিতি কোচ্ছেন, সেই মহৈশ্বর্য্যশালি ভগবান্ বামনদেবের ত্রিগুণাত্মক

দেহে পঞ্চ ভূত, ইন্দ্রিয় নিচয়, গন্ধাদি, চিত্ত ও জীব সহ ত্রিগুণ বিশ্ব সন্দর্শন হোর্চ্চে !

বিদ্যা। তবে তিনি বিশ্বমূর্ত্তিধারণ কোরেছেন।

তর্ক। সেই বিশ্বমূর্ত্তিতে বিশ্বের সমস্ত বস্তুই সন্দর্শন হোচ্চে, পদতলে রসাতল, পাদদ্বয়ে ক্ষিতি, জঙ্ঘা যুগলে, পর্ব্বত, জানুদেশে বিহঙ্গ, উরুযুগলে মরুদ সমূহ, বস্ত্রে সন্ধ্যা, গুহ্যদেশে প্রজাপতি, জঘণে অসুরগণ, নাভিস্থলে শূন্য, কুক্ষিদেশে সপ্তসিন্ধু, উরুস্থলে নক্ষত্র নিকর, হৃদয়ে ধর্ম্ম, স্তনযুগলে ঋত ও সত্য, মনোমধ্যে শশধর, বক্ষস্থলে কমলকরা কমলা, কণ্ঠদেশে সামবেদ ও শব্দ সমূহ, বাহু চতুষ্টয়ে বাসবাদি অমর নিকর, কর্ণযুগলে দশদিক, শিরে স্বর্গ, কুন্তলে মেঘ, নাসিকায় সমীরণ, চক্ষু যুগলে সূর্য্য, বদনে অনল, বাক্যে বেদ চতুষ্টয়, জিহ্বায় জলেশ্বর, ভ্রূযুগলে নিষেধ ও বিধি, নেত্রের দুই পক্ষে দিবস ও রজনী, ললাটে মনু, অধরে লোভ,স্পর্শে কাম, শুক্রে জল,পৃষ্ঠে অধর্ম্ম, পদন্যাসে যজ্ঞ, ছায়ায় মৃত্যু হাস্যে মায়া, লোম সমুহে ঔষধজাতি, নাড়ী নিকরে নদী, নখ সমুহে শিলা, বুদ্ধিতে ব্রহ্মা, ইন্দ্রিয় সমূহে দেবগণ ও ঋষিবৃন্দ এবং গাত্রে স্থাবর জঙ্গম আদি ভূত সমূহ।

বিদ্যা। আমাদের অদৃষ্ট যাহাই হোক, কিন্তু দৈত্যেশ্বর বলির অদৃষ্ট ভাল বোলতে হবে; চিরকাল যজ্ঞ ও সৎকার্য্য কোরে ব্রাহ্মণ ও দীন দুঃখীদিগকে অসম্ভব দান করে আসচেন, তার পরে সাক্ষাৎ ভগবান এসে দান গ্রহণ কোল্লেন, একি সাধারণ তপস্যার কার্য্য ?

তর্ক। অদৃষ্ট ভাল কি মন্দ তা এখন বোলতে পারি না, বামনদেবকে ত্রিপাদ ভূমি দান দিবে, অঙ্গীকার কোরেচে, দ্বিপাদ প্রদান করাতেই তো ভূমির দফা শেষ হোয়েছে, ত্রিপাদ আর পূরণ হবেনা; তাতে অঙ্গীকার লঙ্ঘন হবে, সে সাধারণ পাতক নহে, আর ভগবান যে তাতে কৃপা কোরবেন এমত বোধ হয় না, তিনি পুনঃ পুনঃ তাহাই যাচঞা কোচ্চেন। কোপ প্রকাশ কোত্তেও ক্রটি কোচ্চেন না; ক্রোধে বলি রাজাকে গায়ের এক গাছা লোমদ্বারা চাপা দিলে তার দফা নিকেশ হোয়ে যাবে।

বিদ্যা। ওহে তর্কালঙ্কার! তবে চল, ভগবান বলিরাজার কি দশা ঘটান তাহা দেখা যাক গিয়ে।

(উভয়ের প্রস্থান)

সপ্তমাঙ্ক সমাপ্ত।

—•○○•—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শ্রীকৃষ্ণ, বলি পাশদ্বারা বদ্ধ ও বিষ্ণুদূত দণ্ডায়মান।

(অসুর সৈন্যের প্রবেশ)

১ অ। (শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া) ওহে! এটাকে ব্রহ্ম-বন্ধু বিষ্ণু বোলে আর অনুভব হোচ্চে না, প্রধান মায়াবী হবে, কপট দ্বিজরূপ ধারণ কোরে দেবগণের হিতসাধন কোত্তে এসেছে।

২ অ। আমিও সেইটে অনুভব কোরেছি, আমাদের স্বামির সর্ব্বস্ব হরণ-কোরেও ক্ষ্যান্ত হোচ্চে না। আমাদের প্রভু সত্যব্রত পরায়ণ ও যজ্ঞে দীক্ষিত হোয়ে-

ছেন বোলে এবিষয়ের কোন প্রতিকার কোর্চ্চেন না।

১অ। যিনি ব্রাহ্মণ হিতৈষি দানশীল ও সত্যবাদী; তাঁর উপরে এত অত্যাচার আর তো কোনক্রমেই সহ্য হোচ্চে না।

২ অ! সহ্য আর কেমন কোরে হোতেপারে, আমি এই দণ্ডেই এ কপটরূপী বটুর প্রাণ হরণ কোরবো! (কৃষ্ণের প্রতি) ও কপটবেশী ব্রাহ্মণ! তুই যে প্রধান মায়াবী তা আমরা জান্তে পেরেছি, আমাদের হস্তে আজ আর তোর নিস্তার নাই। (শ্রীকৃষ্ণে প্রহার করিতে উদ্যত)

(সুনন্দ নন্দ প্রভৃতি বিষ্ণুদুতগণের সহ যুদ্ধ)

বলি। হে অসুর সৈন্যগণ! ক্ষন্ত হও, তোমরা কাহার সহিত যুদ্ধ কোত্তে উদ্যত হোয়েছ, যিনি সকল প্রাণিকে সুখ দুঃখ প্রদান করেন, ইনিই সেই প্রভু, যে ভগবান অগ্রে অসুরগণের মঙ্গলার্থে ও অমরদিগের অমঙ্গলার্থে উদ্যোগী ছিলেন, তিনি এক্ষণে তাহার বিপরীত হোয়েছেন; এক্ষণে তোমরা এস্থান পরিত্যাগ কোরে যাও।

(অসুর সৈন্যগণের প্রস্থান)

কৃষ্ণ। (বিষ্ণু দুতগণের প্রতি চাহিয়া) তোমরাও স্বস্থানে প্রস্থান কর।

(বিষ্ণু দূতগণের প্রস্থান)

কৃষ্ণ। (বলির প্রতি) হে সত্যপ্রতিজ্ঞ মহারাজ বলি! আপনি প্রতিজ্ঞা কোরেছেন, আমাকে ত্রিপাদ পরিমিত ভুমি প্রদান কোরবেন, আমি তাহার দুইপদ

প্রাপ্ত হোয়েছি, এক্ষণে অপর এক পদ পরিমিত ভূমি আমাকে প্রদান কোরে আপনি সত্যবদ্ধ হোতে পরিমুক্ত হোন।

গীত।

রাগিণী ললিত বিভাস। তাল আড়াঠেকা।

সত্যবাদি দানশীল দানব রাজন।
সত্বরে করহ নিজ প্রতিজ্ঞাপালন॥
দিবে ভূমি পদত্রয়, তব পণ এ নিশ্চয়,
পাইয়াছি পদ দ্বয়, কেবল এখন।
এক পদ ভূমি আর, দেহ বলি সদাচার,
সত্য হোতে হও পার, প্রতিজ্ঞা যেমন।
সত্য না পালিলে তার, ঘটে দুর্গতি অপার,
ইচ্ছা হয় যে তোমার, করহে এখন।

বলি। (যোড় হস্ত করিয়া) হে দেব! হে যজ্ঞীয় পুরুষ! আপনার পাদপদ্ম স্মরণ কোরে যে ব্যক্তি কোন যজ্ঞ কার্য্য করে, তাহাতে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না; আমি আপনার শ্রীচরণ স্মরণ কোরে যজ্ঞাদি সুসম্পন্ন কোরে থাকি, তৎপরে আমার পুর্ব্ব পুরুষগণের পুণ্য-বলে আপনার সাক্ষাৎ লাভ প্রাপ্ত হোয়েছি, আমার এ যজ্ঞ সম্বন্ধে যে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হবে, তাহা অসম্ভব; আপনি কৃপা দৃষ্টিপাত কোরে যাহাতে আপনার ভক্তের সত্য রক্ষা ও মঙ্গল হয়, তাহা করুন। হে সর্ব্ব মঙ্গল ময়! আপনার শ্রীচরণ ভিন্ন এক্ষণে আমার আর অন্য উপায় নাই।

কৃষ্ণ। রে দুরাচার! তুই দৈত্যকুলকে কলঙ্কিত কোত্তে বোসেচিশ দেখ্‌চি, তোর যে বিষয়ে ক্ষমতা অভাব, কেন তুই তাহা প্রদান কোরবো বোলে সত্য কোল্লি? তোর এ দুর্বিনীত আচারে দাতা এবং গৃহিতা উভয়েই পাপাসক্ত হোচ্চে, তুই এক্ষণে ইহার প্রতিকার কোরে উভয় পক্ষ রক্ষা কর।

বলি। হে দেব! আমি পুনঃ পুনঃই বোলচি, এক্ষণে আপনার শ্রীচরণের কৃপানিম্ন অমার আর অন্য উপায় নাই।

কৃষ্ণ। রে পাপাত্মা! তুই পুনঃ পুনঃই ঐ কথাই বোল্‌চিশ কেন? দিনকর যতদূরঅবধি কিরণ প্রদান করেন,। নিশাক রও তারকানিকর যতদূর অবধি প্রভা বিস্তার কোরে থাকে, যত দূর অবধি মেঘদ্বারা বারি বর্ষণ হয়, সেই পরিমিতা ভূমিতেই তোমার অধিকার; আমি একপদ দ্বারা তোমার সে ভূলোক সমুদায় আক্রমণ কোরে লয়েছি, আমার শরীরদ্বারা আকাশ ও দিক সকল ব্যপ্ত হোয়েছে দ্বিতীয় পাদদ্বারা তুমি যে দেবগণের অধিকার গ্রহণ কোরে ছিলে; সে সর্লোক সমুদায় গ্রহণ কোরেছি; তোমার অধিকারে বিন্দুমাত্র আর ভূমি নাই; এক্ষণে তুমি যদ্যপি অপর এক পদ পরিমিত তুমি আমাকে প্রদান না কর, তাহা হোলে তোমার সত্য ব্যর্থ ও দান বৃথা হবে, তজ্জন্য তোমাকে নরকে বাস কোত্তে হবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিকটে দিব বলিয়া না দেয়, তাহার মনোরথ বৃথা, স্বর্গ অতি দূর, এবং সে অধঃপতিত হয়। হে

দৈত্যরাজ! তুমি আমাকে যেমত প্রতারণা কোচ্চ, তুমি শুক্রাচার্য্যের অনুমতি লয়ে নিরয়ে প্রবেশ কোরে তাহার ফল ভোগ কর।

বলি। হে উত্তমশ্লোক বিভো! আপনি বামনরূপে আগমন কোরে আমার নিকট ত্রিপাদ ভূমি যাচঞা কোরেছিলেন, তৎপর দান-গ্রহণকালে রূপান্তর প্রকাশ কোরেচেন, ইহাতেও যদ্যপি আপনি আমার বাক্যকে মিথ্যা অনুভব করেন, তাহাতেও আমি আপনার তৃতীয় পদ ভূমি পূরণ কোত্তে প্রস্তুত আছি; প্রার্থনা করি, আমার বাক্য যেন বঞ্চনার না হয়।

কৃষ্ণ। যদি তোমার সে শক্তি আছে, তবে তুমি কেন এতক্ষণ পাশপীড়া সহ্য কোচ্চ? সত্বরেই আমাকে তাহা প্রদান কর।

গীত।

রাগিণী ললিত বিভাস। তাল আড়াঠেকা।

ওহে পরাৎপর প্রভো পতিত-পাবন।
ভকত বৎসল বিভো ভক্তের জীবন॥
যাহা আমার বিভব, যুগল পদেতে তব,
হরিয়াছে হে মাধব, নহি দুঃখ মন।
ত্রিপাদ তোমার হরি, দেহ আমি শিরে ধরি,
সত্য হোতে তবে তরি, কর কৃপাদান।
উপায় নাহিহে আর, বিনা কৃপা আপনার,
ওহে করুণা-আধার, শ্রীমধুসূদন।

বলি! হে নাথ! আপনার তৃতীয় পদ আমার মস্তকে আরোপিত করুন, তাহা হলেই আমি সহজে সত্য হইতে পরিত্রাণ লাভ করি।

( চারি দিক হইতে ধন্য ধন্য )

বলি। হে ভগবন্! অপকীর্ত্তিতে আমার যে রূপ ভয় হয়, নরক কিম্বা পাশবন্ধন কি ব্যসনে তদ্রূপ আতঙ্ক হয় না; অর্থ কষ্ট কি আপনার প্রদত্ত এ নিগ্রহে আমার মনোকষ্ট হোচ্চে না। যে হেতু আপনার কৃত এ নিগ্রহ আমার অপকীর্ত্তি জনক নহে, আপনি আমার হিতৈষী হোয়ে এ নিগ্রহ করাতে আমি যে সৌভাগ্যশালী তাহাই প্রকাশ পাচ্চে। হে দেব! আপনি আমার পরম গুরু; আমি ধনমদে অন্ধ হোয়ে ছিলেম, আপনি এ অধম কে জ্ঞান চক্ষু প্রদান কোল্লেন। হে বিভো! আমি যে বরুণপাশে বদ্ধ হোয়ে-রয়েছি, তাহাতে লজ্জিত কি ব্যথিত নহি। এ সামান্য দৈত্য আপনার দণ্ডরূপ অনুগ্রহের পাত্র নহে; আপনি ভক্তাধিন; নিজভক্তের পৌত্র বলিয়া কেবল এ অনুগ্রহ কোরেছেন। হে দেব! আমার পিতামহ প্রহলাদ আপনার পরম ভক্ত; আপনি তাঁহার এক মাত্র আশ্রয়; সেই ভক্তের কুল পবিত্র করবার জন্য আপনি আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ কোল্লেন।

গীত।

রাগিণী ললিত বিভাস। তাল আড়া ঠেকা।

দিননাথ দীনবন্ধো বৈকুণ্ঠ বামন।
পরমেশ পরাক্ষর ত্রিলোক-তারণ॥

কৃপা বিতরণ করি, করিয়াছ কৃপা হরি,
লয়েছ যে বৃত্তি হরি, নহে দুঃখ মন।
পীড়ন এ কষ্টকর, নহে ওহে গুণাকর,
বলি নহে ভাগ্যধর, কভু হে এমন!
পিতামহে কৃপা করি, করিলে হে কৃপা হরি,
ধন্য আমি দেহ ধরি, সফল জীবন॥

(প্রহ্লাদের প্রবেশ)

প্র। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) ঠাকুর! প্রণাম হই। (প্রণাম করিয়া) অদ্য আমার যে কি সৌভাগ্য তাহা আর বোলে জানাতে পারিনা, প্রথমতঃ আপনার পাদপদ্ম দর্শন কল্লেম, তৎপরে বলির সদনে যে আপনার পাদপদ্মের পরাগ পাত হোয়েছে তাহাও সামান্য সৌভাগ্যের কার্য্য নহে। (বলির দিকে চাহিয়া স্বগত) আহা! বলি বরুণপাশে আবদ্ধ হইয়াও যখন ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা কোচ্চে, তখন ইহার প্রতি ভগবানের নিশ্চয়ই কৃপা হোয়েছে। (ভগবানের প্রতি) ভগবন! আপনিই বলিকে ঐন্দ্রপদে অধিরূঢ় কোরেছিলেন, অদ্য আপনিই তাহা গ্রহণ কোল্লেন; আমার বিবেচনায় হয়, এ বিষয়ে আপনার অনুগ্রহের পরিসীমা রইলো না। হে দেব! বিভবাদি আত্মার মোহ বন্ধন করে, ধীর ও সংযত পুরুষ বিষয়াদিতে বিমুগ্ধ হন না। ধনাসক্ত ব্যক্তিরা কোনক্রমেই আত্মতত্ত্ব দর্শন কোত্তে পারেন না। হে নাথ! আমি পুনঃ২ বোলচি, আপনি বলির প্রতি মহতি কৃপা বিতরণ কোল্লেন। হে দেব!

আপনি পরম কারুণিক, জগতের অধীশ্বর, অখিল-লোক-সাক্ষী, ও নারায়ণ। আপনাকে প্রণাম করি।

( ব্রহ্মার প্রবেশ )

ব্রহ্মা। হে দেব!

( বিন্ধ্যাবলির প্রবেশ )

ব্রহ্মা। ( স্বগত ) বলিপত্নী বিন্ধ্যাবলি ভগবানকে কি বোলবেন বোলেই এখানে আগমন কোরেচেন, ক্ষণেককাল আমাকে অপেক্ষা কোত্তে হোলো।

বিন্ধ্যা। হে ঈশ্বর! আপনি আপনার ক্রীড়ার জন্য এই ত্রিলোকের সৃষ্টি কোরে রেখেচেন, অল্প-বুদ্ধি সামান্য লোকেরা ইহাতে আপন২ প্রভুত্ব প্রকাশ কোরে থাকেন। হে দেব! আপনিই এই ত্রিলোকের সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়কারী রূপে বিরাজ কোচ্চেন। অপরে কে আপনাকে সৃষ্টির কি দ্রব্য প্রদান কোত্তে পারে? যাহারা বলে আপনাকে অর্পণ কল্লেম, তাহাদিগকে অতি সামান্য জ্ঞানিই বিবেচনা কোত্তে হয়। হে নাথ! আমার স্বামী যৌবন ধন, প্রভুত্ব ও সংসার মোহে মোহিত হোয়ে আপনাকে লোকত্রয় অর্পণ কোরেছেন, এক্ষণে দেহার্পণদ্বারা প্রতিশ্রুত রক্ষাকোত্তে ইচ্ছুক হোর্চ্চেন। হে দেব! লোকত্রয়ে ও দেহাদিতে তাঁহার কিছুমাত্র প্রভুত্ব নাই; আপনি সর্ব্বব্যাপী; ও সৃষ্টির সমস্ত বস্তুর একমাত্র প্রভু; আমার স্বামির অপরাধ ক্ষমাকোরে কৃপা দৃষ্টি পাত করুন। আপনি ভক্তাধীন; আপনার ভক্তগণেকে আপনি সর্ব্বতোমতে রক্ষা-

কোরে থাকেন, আমাদিগকে ভক্ত বিবেচনা কোরে রক্ষা করুন।

ব্রহ্মা। হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ্বর! হে দেবাদিদেব! হে জগন্নাথ! হে ভক্তবৎসল! হে দিনবন্ধো! হে বিভো! আপনি বলির সর্ব্বস্ব হরণ করাতেও দৈত্য-রাজ আপন দেহার্পণ কোরে সত্যরক্ষা কোত্তে সত্বর হোচ্চে, ইহার প্রতি আর নিগ্রহ প্রদান করা কোন ক্রমেই উচিত হয় না, এক্ষণে উহাকে পরিমুক্ত করুন। হে প্রভো! এই অসুরশ্রেষ্ঠ বলি কৃৎস্ন ভূমি এবং আ-পন কর্ম্মার্জ্জিত সমস্ত লোক প্রদান কোরেছে। যে ব্যক্তি অকুণ্ঠিত চিত্তে সর্ব্বাধিকার ও আত্ম পর্য্যন্ত অ-র্পণ কোল্লে, সে আর কোনক্রমেই নিগ্রহের পাত্রী হোতে পারে না। হে দেব! যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক কেবল উদক ও দুর্ব্বাঙ্কুর আপনার পাদপদ্মে সমর্পণ করে, তাহারা সদ্গতি প্রাপ্ত হয়, তবে অসুরবর বলিকে আপনি কি নিমিত্তে আর নিগ্রহ প্রদান কচ্চেন? বলি একাগ্র চিত্তে আপনার শ্রীচরণ চিন্তাকোরে ত্রিভুবন প্রদান কেরেছে, আপনি দৈত্যরাজের প্রতি কৃপা প্র-কাশ করুন।

কৃষ্ণ। হে ব্রহ্মণ! আমি যাহার প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করি, অগ্রে তাহার সমুদায় অর্থ হরণ কোরে থাকি; অর্থ বিশেষ অনিষ্টকর পদার্থ, অর্থেতেই মত্ততা জন্মে। অর্থ পরবশে লোকে অধীর হোয়ে সমুদায় লোককে এবং আমাকে অবজ্ঞা কোরে থাকে। লোকের অর্থ-হরণ করাই আমার কৃপাদৃষ্টির হেতু জানবে। হে চতু-

রানন! জীবাত্মা আপন কর্ম্মদ্বারা কৃমি, কীট বিবিধ জন্মগ্রহণ কোরে তৎপর মনুষ্য দেহ ধারণ করে, সেই মনুষ্য-জন্মে, যদি জন্ম, কর্ম্ম, বয়স, রূপ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য এবং ধনাদিতে তাহার মত্ততা না জন্মে, তাহাই আমার মহৎ কৃপা জানবে। আমি ধ্রুব প্রভৃতিকে যে বিভব দান কোরেছি, তাহার হেতু আছে, যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা জনব্রতাদির জন্ম ভূত ও সকল রূপ শ্রেয়ের প্রতিকুল জন্মাদিতেও কদাচিত মুগ্ধ হয় না; একারণ আমি ভক্তের অভিপ্রায়ানুসারে অর্থ দান কোরে থাকি; অভক্ত ব্যক্তি বিভবে মোহিত হোয়ে থাকে বলিয়া, তাহার আধিপত্য গ্রহণই আমার অনুগ্রহ।

হে ব্রহ্মণ! বলিরাজা দৈত্যদিগের প্রধান, ও কীর্ত্তি-বান; সহজেই দুর্জ্জয়া মায়াকে জয় কোরেছে। নিঃস্ব, স্থান-ভ্রষ্ট ও শক্র কর্ত্তৃক আবদ্ধ হোয়ে উন্মত্তের সদৃশ হোয়েছে, ইহার আত্মিয়েরা ইহাকে পরিত্যাগ কোরে অসীম মনোকষ্ট প্রদান কোরেছে; অধিক কি বোলবো, ইহার যিনি উপদেষ্টা; সেই শুক্রাচার্য্যও ইহাকে কত ভর্ৎসনা কোরে শাপ প্রদান কোরেছেন; তথাচ দানবেন্দ্র আপন সত্য পরিত্যাগ করে নাই। আমি কত কপটাচার কল্লেম, তাহাতেও বলি ধর্ম্ম পরিত্যাগ কল্লেনা; একারণ আমি নিশ্চিত জেনেচি, যে এ ব্যক্তি অত্যন্ত ভক্তিবান এবং সত্যপ্রিয়; হে ব্রহ্মণ! বলির এই পরম নিষ্ঠাচার হেতু আমি ইহাকে অমরবৃন্দদিগের দুর্লভধাম প্রদান কোরেছি, এবং আমি

আপনি ইহার আশ্রিত হোলেম। হে আত্মভো! সাবর্ণ মন্বন্তরে এই বলিরাজ ইন্দ্রত্ব লাভ কোরবেন, যাবৎকাল ঐ মন্বন্তর সমাগত না হয়, তাবৎকাল ইনি বিশ্বকর্ম্মাকৃত সুতলপুরে গিয়া অধিবাস করুন! ঐ সুতলও সামান্য স্থান নহে, তথায় যাঁহারা বাস করেন; আমার কৃপাদৃষ্টিতে তাহাদিগকে আধি ব্যাধি ক্লান্তি, তন্দ্রা, পরাজয়, অথবা কোন প্রকার উপসর্গের অধীন হোতে হয়না। (বলির প্রতি) হে ইন্দ্রসেন! হে দানবেন্দ্র বলি! তুমি আত্মিয় ও স্বগণ সমভি-ব্যাহারে অমরগণের বাঞ্ছনীয় সুতলে গমন কর, তথায় তুমি পরম সুখে অবস্থিতি কোরবে, অন্যের কথা কি বোলবো, তথায় লোকপালেরাও তোমাকে পরাভব কোত্তে পারবেন না। অপর অপর দৈত্যগণ তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন কোল্লে আমার চক্রদ্বারা সত্বরেই বিনষ্ট হবে, আমি তোমাকে সর্ব্বতোমেতে রক্ষা কোরবো।

বলি। (নিরব)

কৃষ্ণ। তুমি কি আমার অদর্শনের জন্য তথায় গমন কোত্তে ইচ্ছা কোচ্চনা? আমি নিশ্চিত বোলচি, তুমি তথায় আমাকে সর্ব্বদা দর্শন কোরবে। দৈত্য দানবদিগের সহবাসে যদ্যপি তোমার আসুরভাব উদ্ভব হয়, আমার কৃপাবলে তাহা সেই দণ্ডেই নষ্ট হবে।

বলি। হে দেব! আপনার উদ্দেশে নমস্ক্রিয়ার মহি-মার পরিসীমা নাই, আপনার পাদপদ্মে নমস্কার করি-বার উদ্যোগ কোল্লে ভক্তজনের অভিলাষ পূর্ণ হয়!

হে ভগবন! আপনি পরমাত্মা পরম প্রভো! আমি অতি ক্ষুদ্র দৈত্য; আমি আপনাকে ত্রিলোক প্রদান কোরবো কি? আপনার পাদপদ্মে কেবল প্রণাম করবার উপক্রম কোরেছিলেম, তাহার যেমত মাহাত্ম্য; কোটি তপঃ দান প্রভৃতিতেও সে রূপ লভ্য হয় না, সে যাহা হোক, এক্ষণে আমি আপনাকে প্রণাম করি। (প্রণাম করিয়া) হে দেব! এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, আমি সুতলে গমন করি। সর্ব্ব পরিশেষে আমার এই প্রার্থনা, যেন সর্ব্বদা আপনার সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ পাদপদ্ম দর্শন লাভ কোত্তে পারি।

কৃষ্ণ। তদ্বিষয়ে তোমার কিছু মাত্র চিন্তা নাই।

(বলি ও বিন্ধ্যাবলির প্রস্থান)

প্র। হে ভগবন! বিশ্বের বন্দনীয় গণেরা আপনার ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পরিশোভিত কমলা-সেবিত পদার-বিন্দের আরাধনা কোরে থাকেন, আপনি "সর্ব্বতোমতে রক্ষা কোরবো" বোলে আমাদের যে দুর্গ রক্ষক হোয়ে আছেন; আপনার এ কৃপা অতি দুর্লভ। হিরণ্যগর্ভ; ভগবান ভূত ভাবন ভবানীপতি, ও আপনার হৃদয় স্থিতা কমলাও এ কৃপা প্রাপ্ত হন নাই। হে ভক্তের আশ্রয় রূপ মহাপাদপ! আপনার পাদপদ্মের মধুপান কোরে ব্রহ্মাদি অমর নিকর আপন আপন বিভূতি ভোগ কোচ্চেন। হে দেব! আপনার চেষ্টা অত্যন্ত আশ্চর্য্যনীয়, আপনি অচিন্ত্য যোগমায়া সহকারে জগৎ রচনা করেন। আপনি সর্ব্বাত্মা একং সর্ব্বজ্ঞ হেতু সর্ব্বত্রেই আপনার সম দৃষ্টি আছে; আপনি ভক্তের

প্রতি প্রীতি বশতঃ কল্পতরুর স্বভাব ধারণ কোরে থাকেন।

কৃষ্ণ। বৎস! তোমার বাক্যে বিশেষ প্রীতি লাভ কল্লেম, তোমার সর্ব্বতোমতে মঙ্গল হোক, তুমি কিয়ৎকালের জন্য আপন পৌত্রের সহ সুতলে বাস কোরেজ্ঞাতিগণের মনোপ্রীন্তি জন্মাও। আমি হস্তে গদা ধারণ কোরে সর্ব্বক্ষণ বলির দ্বার রক্ষা কোরবো, তুমি তথায় আমাকে সর্ব্বদা দর্শন কোরবে।

প্র। ইহাপেক্ষা আর কি সৌভাগ্য আছে, আপনার অনুমতি ক্রমে আমি তথায় গমন করি। প্রণাম হই (প্রণাম করিয়া)

(প্রহ্লাদের প্রস্থান)

(শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (শুক্রাচার্য্যকে দেখিয়া) হে দৈত্যগুরো! তোমার শিষ্য বলির যজ্ঞানুষ্ঠানের যাহা অবশীষ্ট আছে; তাহা তুমি স্বয়ং সুসম্পন্ন কর। যজমান অভাবে কি রূপে কার্য্য সুসম্পন্ন হবে, এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত কোরো না বিপ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইবা মাত্রেই কর্ম্ম সমূহের বৈষম্য সমতা সম্পাদন হয়, তাহাতে অনুষ্ঠিত হইলেই সম হবে, কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

শুক্র। হে বিশ্বারাধ্য বিশ্বপালক ভগবন; আপনি কর্ম্ম প্রবর্ত্তক, যজ্ঞের ফলদাতা, ও যজ্ঞীয় পুরুষ; আপনি যাহা দ্বারা সর্ব্বতোমতে প্রপূজিত হোলেন, তাহার আর কর্ম্ম বৈষম্য কি বলুন? মন্ত্র হইতে স্বরাদি ভ্রংশ, তন্ত্র হইতে ক্রম বৈপরীত্য, ও দেশকাল পাত্র ও বস্তু

হোতে দক্ষিণাদি দ্বারা যাহা২ ন্যূনতা হয়, আপনার নাম উচ্চারণ মাত্রেই সে সকলই সম্পূর্ণ হোয়ে থাকে আপনি অনুজ্ঞা কোর্চ্চেন, আপনার আজ্ঞা অবশ্যই প্রতিপালন কোরবো, যে হেতু আপনার আজ্ঞাই পুরুষদিগের পরমশ্রেয়ঃ ; প্রার্থনাকরি, আপনার পাদ-পদ্মে মন যেন সর্ব্বদা ভ্রমণ করে। .

হে ভগবন্! হে পরাৎপর! হে পরাক্ষর! হে সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কারক! আপনি ক্ষেত্রজ্ঞ ; আপনি সর্ব্বাধ্যক্ষ এবং সর্ব্বসাক্ষী আপনাকে নমস্কার করি। হে দেবাদিদেব! আপনি ক্ষেত্র সকলের মূল, এবং মূলের উৎপন্নের পরম হেতু ; কালে আপনি পূর্ণ স্বরূপ ; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ইন্দ্রিয় সমূহেব বিষয় দ্রষ্টা! এবং সমূহ ইন্দ্রিয় বৃত্তিই আপ-নার জ্ঞাপক। অসৎ এবং অহঙ্কার প্রপঞ্চ তৎকর্ত্তৃক অসদ্রূপ ছায়াদ্বারা আপনি উক্ত হন ; আপনাকে নমস্কার করি। প্রভো! আপনি সকলের কারণ রূপ ; কিন্তু আপনি স্বয়ং নিষ্কারণ। আপনি অদ্ভুত কারণ ; আপনার পাদপদ্মে নমস্কার করি। আপনি মোক্ষ-রূপী ; আপনি সাধুজনের পরমাশ্রয়। আপনার পাদ-পদ্মে নমস্কার করি। হে ভগবন! আপনি গুণরূপ অরণিতে আচ্ছন্ন জ্ঞানাল স্বরূপ ; কিন্তু আপনি সমু-দয় গুণের কার্য্যে কোন বৃতি ; রাখেন না। হে নাথ! আপনার চরিত্র অতিশয় দুজ্ঞেয় ; আপনি স্বত সিদ্ধ, আপনি কাল বশতঃ সমস্ত লোক এবং সক-লের কারণ, লোকপালনিকর বিনষ্ট হোলেও আপনি

তমোরাশির পারে থাকিয়া বিরাজমান হন। অপিচ আপনার জন্ম কর্ম্ম নাই, নাম রূপ নাই, গুণ দ্বেষ নাই ; অথচ আপনি সর্ব্ব রূপ। হে বিভো ! আপনার পাদপদ্মে নমস্কার করি।

ওহে পরাৎপর প্রভো পতিত-পাবন।
জগত তারণ তুমি পরম কারণ ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি মূলাধার।
তুমি হে ত্রিগুণ তব মহিমা অপার ॥
ভকত বৎসল তুমি করুণা নিধান।
দেবের দেবতা তুমি দেব ভগবান ॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ রূপ ধারী।
তুমি হে বামন রূপ বলিদর্পহারী ॥
তমিহে পরশুরাম তুমি বলরাম।
তুমি দেব দয়াময় সীতাপতি রাম ॥
তুমি বুদ্ধ অবতার তুমি কল্কি রূপ।
তুমি নিরাকার দেব তুমিহে স্বরূপ ॥
ভক্তগণ বল্লভ হে ভক্তের জীবন।
ভক্তানন্দ রূপ তব তুমি সনাতন ॥
তুমি নিত্যময় তুমি সপ্ত আবরণ।
তুমি সপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতাল ভবন।
তুমি বেদ বেদান্তাদি তুমি সর্ব্বময়।
দয়াময় দীনবন্ধো দেহ পদদ্বয় ॥

(সকলের প্রস্থান)

(অঙ্ক সমপ্ত)

---

( সুতল )

—০○০—

বলিরাজার ভবন।

বলিরাজা সিংহাসনে আসীন।

ভগবান গদা হস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান।

প্রহ্লাদ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান।

গীত।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া ঠেকা।

আহা কি সুতলে শোভা ধন্য বলির সদন।
গদা হস্তে দ্বারে দ্বারী হরি পতিতপাবন ॥
ভক্তবৃন্দগণ সবে, হরে কাল মহোৎসবে,
হরিধ্বনি কর সবে, সুখে হইয়ে মগন ॥

সমাপ্ত।

কলিকাতা চিৎপুররোড বৃন্দাবন বাসাকের ষ্ট্রীট ১৭ নং
ভবনে কবিতারত্নাকর যন্ত্রে শ্রীঅম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়ে
দ্বারায় মুদ্রিত।